নির্বাচনী সভায় গুলিতে আহত ডোনাল্ড ট্রাম্প, হামলাকারীসহ নিহত ২

সারে-জমিন

হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ চিকিৎসাধীন রোগী

রূপসী বাংলা

ট্রাম্পের উপর এই হামলার কারণ কী

সম্পাদকীয়

শুভেন্দুকে দু কান বলে কটাক্ষ ফিরহাদের

সাধারণ

জিম্বাবুয়েকে আর সুযোগ দিল না ভারত

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
১৫ জুলাই, ২০২৪
১ শ্রাবণ ১৪৩১
৮ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 190 ■ Daily APONZONE ■ 15 July 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

আজ সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানি

আপনজন ডেস্ক: আজ সোমবার সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ নিয়ে মামলার ফের শুনানি। এদিনের শুনানিতে ডিএ মামলার রায় কী হবে, তা নিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা যেমন তাকিয়ে রয়েছে তেমনি উদ্বেগে আছে রাজ্য সরকারও। রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজের সভাপতি শ্যামলকুমার মিত্র আশা করছেন, সুপ্রিম কোর্ট কর্মীদের পক্ষের রায় দেবে। তিনি জানান, ২০টি রাজ্যের সরকার সেকানকার সরকারি কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা আটকে রেখেছে। সুপ্রিম কোর্ট ২০টি রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং অর্থসচিবকে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে আগামী ২০ অগস্টের মধ্যে সমস্ত বকেয়া অর্থ নগদে মিটিয়ে দিতে হবে। ওই নির্দেশ পালন না করা হলে ওই ২০টি রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং অর্থসচিবকে শীর্ষ আদালতের সামনে হাজিরা দিতে হবে। সেই নির্দেশের প্রেক্ষিতেই সোমবার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ মামলার শুনানি হবে শীর্ষ আদালতে।

বিজেপি বিধায়কের দাবি ২০২৭-এ দল উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতা হারাবে

আপনজন ডেস্ক: সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশ বিজেপির ভরাডুবির পর একটি ভিডিও বিবৃতিতে জৌনপুর জেলার বদলাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক রমেশ চন্দ্র মিশ্র বলেছেন,উত্তরপ্রদেশে দলের "খুব খারাপ অবস্থা"। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা দরকার অন্যথায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ঘনিষ্ঠ বিজেপির ওই বিধায়ক বলেন, উত্তরপ্রদেশে আমাদের দলের অবস্থা খুব খারাপ। যদি অবিলম্বে প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ না নেওয়া হয় তবে আমরা ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতায় ফিরতে পারব না। লোকসভা ভোটের ফলাফল ও সাংগঠনিক রদবদল নিয়ে আলোচনার জন্য রাজ্য বিজেপির বৈঠকের আগে এই বক্তব্য তাদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে। উল্লেখ্য, সদ্য লোকসভা ভোটে বিজেপি উত্তরপ্রদেশের ৮০টি আসনের মধ্যে মাত্র ৩৬টি আসন পেয়েছে। বিরোধীরা পেয়েছে ৫৪টি আসন। অথচ বিজেপি ২০১৯ সালে ৬৪টি আসনে জিতেছিল।

ইউসিসিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড আদালতে যাবে

ভরণপোষণ নিয়ে রায়, ওয়াকফ, পিটিয়ে হত্যা, ধর্মস্থান আইন, ফিলিস্তিন বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত

আপনজন ডেস্ক: রবিবার দিল্লির বাহাদুর শাহ জাফর মার্গের ঝাল পিয়াও মসজিদে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের কার্যনির্বাহী কমিটির এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ভরণপোষণ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়, ওয়াকফ, পিটিয়ে হত্যা, ধর্মস্থান আইন, ফিলিস্তিন বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং বেশ কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বৈঠক শেষে বোর্ডের সদস্য কামাল ফারুকী গণমাধ্যমকে বলেন, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কোনো অবস্থাতেই মানা যায় না এবং তিনি এই আইনকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করবেন। তিনি বলেন, মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইনে কোনও ধরনের হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য নয়।

উল্লেখ্য যে ইউনিফর্ম সিভিল কোড উত্তরাখণ্ড বিধানসভা দ্বারা পাস হয়েছে, যার বিরুদ্ধে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন বোর্ড একটি প্রস্তাব পাস করেছে এবং বলা হয়েছে যে এটি আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হবে। বোর্ড এই আইনকে হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তার আইনি কমিটি প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কামাল ফারুকী বলেন, অভিন্ন দেওয়ানি বিধিসংবিধানের অংশ নয়, তাই এটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সংবিধান আমাদের ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান প্রভৃতি নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে।

তিনি বলেন, আমরা সংবিধান থেকে ব্যক্তিগত আইন পেয়েছি। আমাদের পবিত্র কুরআন যা বলেছে তাতে আমরা কোনো হস্তক্ষেপ চাই না। আমরা এর বিরুদ্ধে প্রণীত আইনকে চ্যালেঞ্জ করব।

বিবাহবিচ্ছেদের পর মুসলিম মহিলাদের ভরণপোষণ না দেওয়ার বিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্তের বিষয়ে তিনি বলেন, এ জন্য রবিবার আমাদের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয়েছে, যেখানে সুপ্রিম কোর্টে এই সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া কী হবে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

মহরম মিছিল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগীর বক্তব্যের বিষয়ে ফারুকি বলেন, মহরমের দিন মিছিল না হলে রাম লীলা, গুরু নানক জয়ন্তী ইত্যাদির মিছিলও বন্ধ করা উচিত। সড়কে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলবে না। মানুষের জন্য আলাদা নিয়ম থাকতে পারে না। এদেশে হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান সবাই সমান।

এদিকে, মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের মুখপাত্র কাসিম রসুল ইলিয়াস, ইউসিসি ইস্যুতে বলেছেন, ভারত একটি বৈচিত্র্যের দেশ, তাই যদি এখানে সবকিছু একই করা হয় তবে এটি অশান্তি সৃষ্টি করবে।" আইপিসি এবং সিআরপিসির অধীনে আইনগুলি এখানে অভিন্ন নয়, এমনকি

সংবিধানও অভিন্ন নয়, ব্যতিক্রম রয়েছে। আমরা ইউসিসিকে চ্যালেঞ্জ করব।

সুবিধাবঞ্চিত মুসলিম নারীদের ভরণপোষণ না দেওয়ার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত শরিয়তের পরিপন্থী। এই সিদ্ধান্ত নারীদের জন্য আরও সমস্যা তৈরি করবে। তিনি যুক্তি দেন, বিবাহবিচ্ছেদের পরেও যদি পুরুষটিকে তার বাকি জীবন ভরণপোষণ দিতে হয় তবে তিনি মোটেও তালাক দেবেন না এবং সম্পর্কের মধ্যে যে উত্তেজনা দেখা দেবে তা সারাজীবন মহিলাকে বহন করতে হবে। মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের ওয়ার্কিং কমিটি বোর্ডকে আইনি কমিটির সাথে আলোচনা করার এবং কীভাবে সিদ্ধান্তটি ফিরিয়ে আনা যায় তা নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বক্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কেন তিনি শুধু মহরমের কথাই উল্লেখ করেছেন, কেন তিনি কান্নুর যাত্রার কথা উল্লেখ করেননি? উত্তরপ্রদেশে অন্যান্য উৎসব রাস্তায় পালিত হয়, জাগরণ হয় কিন্তু মহরমের কথা বলা হচ্ছে কেন? এটা দুই ধর্মকে একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা মাত্র। মুসলমানরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এখানে বসবাস করে আসছে এবং নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের জীবনযাপন করছে। মহরমের সময় রাস্তা বন্ধ থাকলে কান্নুর যাত্রাও বন্ধ রাখতে হবে।

এদিন মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের বৈঠকে সেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার মধ্যে অন্যতম হল: তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম মহিলাদের ভরণপোষণ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায় নিয়ে বলা হয়, মুসলিম তালাকপ্রাপ্তা গ্রহীতার ভরণপোষণ বিষয়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের সাম্প্রতিক রায় ইসলামী আইন (শরীয়াহ) পরিপন্থী।

বোর্ড বলেছে, মহানবী (সাঃ) উল্লেখ করেছেন যে, সকল জায়েয কাজের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ হচ্ছে আল্লাহর কাছে তালাক, সুতরাং এর রক্ষার জন্য সকল অনুমোদিত ব্যবস্থা প্রয়োগ করে বিবাহ অব্যাহত রাখা এবং এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন নির্দেশিকা অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। তবে দাম্পত্য জীবন টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়লে মানবজাতির জন্য সমাধান হিসেবে তালাকের বিধান দেয়া হয়।

বোর্ড পর্যবেক্ষণ করেছে যে এই রায় এই মহিলাদের আরও সমস্যা তৈরি করবে যারা সফলভাবে তাদের বেদনাদায়ক সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসেছেন। অঅরও বলা হয়েছে, এটি মানবিক যুক্তির সাথে মানানসই নয়, কারণ পুরুষ তার প্রাক্তন স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ হয় যখন বিবাহ নিজেই অস্তিত্বহীন হয়। বোর্ড এআইএমপিএলবি-র সভাপতিকে সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত ব্যবস্থা (আইনি, সাংবিধানিক এবং গণতান্ত্রিক) শুরু করার অনুমতি দিয়েছে।

ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে বলা হয়, ভারতের মতো একটি বহু ধর্মীয় দেশে হিন্দু নাগরিকদের জন্য "হিন্দু আইন" উপলব্ধ রয়েছে এবং একইভাবে মুসলিম নাগরিকদেরও "শরিয়া অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্ট ১৯৩৭" রয়েছে। উল্লেখ করা হয় ২৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে, সমস্ত ধর্মীয় সত্তার তাদের ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে, যা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত একটি মৌলিক অধিকার। বোর্ড বলেছে, আমাদের বহু ধর্ম ও সংস্কৃতির দেশে, ইউসিসি অবাস্তব এবং অবাঞ্ছিত। সুতরাং এটি বাস্তবায়নের যে কোনও প্রচেষ্টা আমাদের জাতির চেতনার বিরুদ্ধে এবং সংখ্যালঘুদের জন্য নিশ্চিত অধিকারের বিরুদ্ধে, তাই কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারগুলির ইউসিসি আইনের খসড়া তৈরি করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

বোর্ড আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে উত্তরাখণ্ডে ইউসিসি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত ভুল এবং অপ্রয়োজনীয় এবং সংবিধানে সংখ্যালঘুদের দেওয়া সাংবিধানিক রক্ষাকবচেরও পরিপন্থী এবং এর তীব্র বিরোধিতা করে। তাই বোর্ড উত্তরাখণ্ড ইউসিসিকে হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এর আইনি কমিটিকে একটি পিটিশন দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছে।

▶ *এরপর ছয়ের পাতায়*

প্রথম নজর

নানুরে ভাইকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করল দাদা

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: নানুর থানার অন্তর্গত থুপসড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালপাড়া গ্রামে নৃশংসভাবে ভাইকে মাথায় কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল দাদার বিরুদ্ধে। মৃতের নাম, যাদব ঘোষ (৩৩) এলাকাবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে যাদব ঘোষের সঙ্গে তার দাদা মানব ঘোষের সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া চলছিল। সেই ঝগড়া-চরমে পৌঁছায় শনিবার গভীর রাতে। দুই দাদা ভাইয়ের মধ্যে প্রথমে বচসা চলে, পরবর্তী রাতে সবাই চুপচাপ হয়ে যায়। অভিযোগ,দাদা মানব ঘোষ ঘুমন্ত অবস্থায় থাকা ভাই যাদব ঘোষের মাথায় ভোজালি দিয়ে কোপায় , এরপরেই অভিযুক্ত মানব ঘোষ বাবা ও মা যে ঘরে ঘুমাচ্ছিল সেখানে গিয়ে বাবাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাতে গেলে তার মা তার হাত ধরে ফেলে এবং মা গুরুতরভাবে জখম হয়। আহত অবস্থায় ছোটো ছেলে ও মাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ছোটো ছেলে যাদব ঘোষের মৃত্যু হয়। আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি মা। ইতিমধ্যেই নানুর থানার পুলিশ অভিযুক্ত মানব ঘোষকে গ্রেপ্তার করেছে।

সিপিআইএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ মেমারিতে

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: মেমারি ১ ব্লকের গোপগন্তার ১ অঞ্চলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সিপিআইএম দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেস দলে যোগদান করলেন। গোপগন্তার ১ অঞ্চলের দুই নম্বর সংসদের ৮৭ নম্বর বুথ থেকে জয়ী সিপিআইএম সদস্য প্রিয়াঙ্কা রায় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তার হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন মেমারি ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নিত্যানন্দ ব্যানার্জী। উপস্থিত ছিলেন ব্লকের সংখ্যালঘু সভাপতি মীর পারভেজ উদ্দিন, ছাত্র সংগঠনের সভাপতি রাহুলদেব ঘোষাল, মেমারি ১ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মৃন্ময় ঘোষ, তহমিনা খাতুন, সমীরণ মজুমদার, গোপগন্তার ১ অঞ্চল সভাপতি সৌমিত্র চ্যাটার্জী সহ ব্লক ও অঞ্চলের নেতৃত্ব।

‘ধর্মতলা চলো’ দেওয়াল লিখন তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: একুশে জুলাই শহিদ স্মরণে কলকাতার ধর্মতলায় তৃণমূল শহিদ দিবস পালন করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের উপস্থিত থাকার আহ্বান জানিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে প্রস্তুতি সভা, দেওয়াল লিখন। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার হাড়োয়া বিধানসভা এলাকায়ও শুরু হয়েছে দেওয়াল লিখন। রবিবার দেওয়াল লিখনে তুলি ধরলেন হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল নেতা ও দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাই।

নিহত সিদ্দিকের বাড়িতে সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের দল

মনজুর আলম ● ঢোলা

আপনজন: চুরির অভিযোগে গ্রেফতার আদালত থেকে জামিন পাওয়ার পরে মৃত্যু আবু সিদ্দিক বাড়িতে গেলেন সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষক মাওলানা আনোয়ার হোসেন কাসেমী ও যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী হোসেন গাজী। উল্লেখ্য, গত ২ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাট থানার পুলিশ চুরির অভিযোগে বাড়ি থেকে তুলে এনে নিহত আবু সিদ্দিকের উপর অমানবিক অত্যাচার করে, তারপর জামিনে মুক্তির পরে মৃত্যু হয় কলকাতার একটি বেসরকারি হসপিটালে এমনই অভিযোগ করে পরিবারের লোকজন। পরে আদালত যাই পরিবার, শনিবার জমিয়তের পক্ষ থেকে থানায় ও নিহত আবু সিদ্দিকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন প্রতিনিধদল। রবিবার সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের তরফ থেকে মাওলানা আনোয়ার হোসেন কাসেমী ও দেশ বাঁচাও সামাজিক কমিটির হোসেন গাজী দেখা করেন পরিবারের সঙ্গে।

মাওলানা আনোয়ার হোসেন কাসেমী বলেন , আদালতের নির্দেশে আবারও তদন্ত হচ্ছে আমরা সঠিক বিচার চাই দোষী পুলিশ অফিসারের শাস্তির দাবি করছি। এই প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন খলিল মল্লিক, গোলাম মোর্তজা সাহেব, মাওঃ ইলাহি বক্স, নাশির ঘোরামী, শুকুর আলি গাঁয়েন, মাও আব্দুর রাজ্জাক সহ একাধিক ব্যক্তিত্বরা।

‘ধর্মতলা চলো’ ডাক তৃণমূল নেতৃত্বের

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: একুশে জুলাই শহিদ স্মরণে কলকাতার ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতি বছর মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে মহাসমাবেশে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের উপস্থিত থাকার আহ্বান জানিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে প্রস্তুতি সভা, পথসভা, দেওয়াল লিখন। রবিবার উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের অন্তর্গত স্বরুপনগর পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে পথসভা অনুষ্ঠিত হল মেদিয়া বাজারে। সভা থেকে একুশে জুলাইয়ের ইতিহাস এবং তাৎপর্য তুলে ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে সকল তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের কলকাতার ধর্মতলায় উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানান বিধায়ক বীনা মন্ডল, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও স্বরুপনগর পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের অবজারভার নারায়ণ কররা। সভায় বক্তব্য রাখার সময় বীনা মন্ডল বলেন, ধর্মতলায় তৎকালীন বাম শাসকেরা যেভাবে আক্রমণ করে তেরো জন মানুষের জীবন শেষ করেছিল তার আবেগকে মান্যতা দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে আমার বিপুল সংখ্যক মানুষ একুশে জুলাই ধর্মতলায় শহীদ স্মরণে উপস্থিত হবো । একই সুরে সুর মিলিয়ে বক্তব্য রাখেন নারায়ণ কর বলেন, লোকসভা নির্বাচনের ৩৯ দিনের ব্যবধানে বাগদা বিধানসভায় তৃণমূলের জয় সাম্প্রদায়িক বিজেপির বিরুদ্ধে বড় ধাক্কা। উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সহ-সভানেত্রী সঙ্গীতা কর কুণ্ডু। আগামী দিনে বৃহত্তর স্বার্থে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেশনেত্রী হিসেবে গড়ে তুলতে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একুশে জুলাই ধর্মতলায় যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা ইমরান হোসেন, রামলাল দাস, তারক পাল প্রমুখ।

২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা মধ্যমগ্রামে

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: ২১ জুলাই ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ তর্পণ।যার প্রস্তুতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের সব স্তরের নেতৃত্ব মাঠে নেমে পড়েছেন। অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন এবং সদ্য বিধানসভার ৪ টি আসনের উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাপক সাফল্যের পর এই প্রথম শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠান হতে চলেছে।শহিদ স্মরণের এই অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসাবে কলকাতার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে বক্তব্য রাখবেন তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।শহিদ স্মরণের এই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি হিসাবে রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রাম বিধানসভা এলাকার চন্ডীগড় রোহন্ডা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্যের মধ্যে একুশে জুলাই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী

রথীন ঘোষ। বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, মধ্যমগ্রাম পুরসভার চেয়ারম্যান নিমাই ঘোষ, বারাসাত ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ,জেলা পরিষদের সদস্য মমতা সরকার,বারাসাত ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সাকিব আলী, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মাসুমা বিবি,উপপ্রধান মাধব দেবনাথ,ইফতেখারউদ্দিন, রউপ আলী, অরবিন্দ সরকার, সাহাবুদ্দিন, তপন মুখার্জি, কোহিনুর প্রমুখ।

চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ রোগী, ঘেরাও করে বিক্ষোভ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ রোগী। ঘটনায় বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ জানিয়েও কোন লাভ হয়নি বলেই অভিযোগ।

অবশেষে এদিন বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন রোগীর আত্মীয়-স্বজনেরা। অন্যদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় হাসপাতাল চত্বরে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বালুরঘাট থানার আইসির নেতৃত্বে প্রচুর পুলিশ বাহিনী ও কমব্যাট ফোর্স।

জানা গিয়েছে, গত ৫ জুলাই রাত্রে পতিরাম এলাকার বাসিন্দা সুনীল ওঁরাও কে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় চিকিৎসার জন্য।

অভিযোগ পরেরদিন অর্থাৎ ৬ জুলাই রাত থেকে সুনীল ওঁরাও নিখোঁজ হয়ে যায়। সকালে রোগীর পরিবার এসে খোঁজখবর নিলে

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁর কোনো খোঁজ দিতে পারে না। পরবর্তীতে রোগীর পরিবারের তরফে বালুরঘাট থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ব্যক্তির খোঁজে তল্লাশিতে নামে পুলিশ। তবে নিখোঁজ ওই ব্যক্তির এখনও কোনও খোঁজ মেলেনি।

দীর্ঘ আট দিন কোন খোঁজ না পেয়ে এদিন দুপুরে রোগীর পরিবার পরিজন ও প্রতিবেশীরা বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়। পাশাপাশি আন্দোলনকারীদের তরফে হাসপাতাল চত্বরে ভাঙচুর চালানো হয় বলেও অভিযোগ। চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজন রোগী কিভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

এ বিষয়ে নিখোঁজ সুনীল ওঁরাও এর স্ত্রী জানান, ‘আমার স্বামী শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে গত শুক্রবার ভর্তি হয়েছিল হাসপাতালে। শনিবার সারাদিন ছিল। রাতে হাতের চ্যানেল লাগানো অবস্থায় কোথাও বেরিয়ে চলে যায়। রবিবার থেকে আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। আমরা সকালে যখন খাবার নিয়ে আসি তখন কর্তব্যরত নার্স এর কাছে রোগী কেমন আছে সে বিষয়ে জানতে চাই। কর্তব্যরত নার্স আমাদের জানায় সকালে রোগীকে ওষুধ দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা রোগীর বেডে গিয়ে দেখি আমাদের রোগী নেই। সেই বেডে অন্য রোগী রয়েছে। পরে আমরা জানতে পারি রাতেই আমার স্বামী চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। হাসপাতালে সিকিউরিটি ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কিভাবে একজন রোগী বেরিয়ে যেতে পারে তা নিয়েই আজ আমরা বিক্ষোভে সামিল হয়েছি। বালুরঘাট থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছি। কিন্তু এখনো আমার স্বামীর কোন খোঁজ মেলেনি।’

অন্যদিকে, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেই জানিয়েছেন বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা।

হাতেই উঠে আসছে রাস্তার কংক্রিট, গাছের ডাল ফেলে পথ অবরোধ করে প্রতিবাদ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: হাতের চাপে উঠে আসছে নব নির্মীত পথশ্রী প্রকল্পের পাকা রাস্তার পিচ। বাঁকুড়া জেলায় একের পর এক রাস্তার ক্ষেত্রে এমন ঘটনার পর এবার পথশ্রী প্রকল্পে নবনির্মীত কংক্রিটের রাস্তার ক্ষেত্রেও ঘটল এমন ঘটনা। বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের শিউলীপাহাড়ি গ্রামের এমন ঘটনা সামনে আসতেই প্রতিবাদে নেমেছেন স্থানীয়রা। অবিলম্বে রাস্তাটি নতুন করে নির্মাণের দাবীতে আজ রাস্তার উপর গাছের ডাল ফেলে পথ অবরোধে সামিল হয়েছেন এলাকার মানুষ।

বাঁকুড়ার খড়বোনা মোড় থেকে চাকতাতল পর্যন্ত ২ কিলোমিটারের কিছুটা বেশি রাস্তা কংক্রিট করার জন্য ৮৬ লক্ষ ৫ হাজার ২৩৪ টাকা বরাদ্দ হয় পথশ্রী প্রকল্পে। চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে রাস্তার কাজ শুরু হয়। সম্প্রতি স্থানীয়

শিউলীপাহাড়ি গ্রামের কাছে ওই রাস্তার একাংশে কংক্রিট ঢালাই এর কাজ করে বরাত প্রাপ্ত ঠিকা সংস্থা। রাস্তা ঢালাই এর কাজ হতেই শিউলীপাহাড়ি গ্রামের মানুষ দেখেন গ্রাম লাগোয়া ওই রাস্তার প্রায় চারশো মিটার অংশে কংক্রিট হাতের চাপেই ভেঙে যাচ্ছে। গ্রামবাসীদের দাবী রাস্তা নির্মাণে অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করাতেই এই সমস্যা তৈরী হয়েছে। গ্রামবাসীদের একাংশের অভিযোগ এস্টিমেট অনুযায়ী রাস্তা যেমন তৈরী হয়নি তেমনই বেশিরভাগ অংশে বালি পাথরের বদলে সিমেন্টের সঙ্গে মোরাম মিশিয়ে ওই রাস্তা তৈরী করেছে বরাতপ্রাপ্ত ঠিকা সংস্থা। অবিলম্বে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে তৈরী ওই রাস্তার চারশো মিটার অংশ ভেঙে দিয়ে সঠিক মানের সামগ্রী দিয়ে নতুন করে রাস্তা তৈরীর দাবীতে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী। নিজেদের দাবীকে সামনে রেখে আজ সকাল থেকে রাস্তার উপর গাছ ফেলে পথ অবরোধ শুরু করেন স্থানীয়রা। অবিলম্বে দাবী পূরণ না হলে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শিউলীপাহাড়ি গ্রামের মানুষ। এদিন অবরোধের খবর শুনে শিউলীপাহাড়ি গ্রামে গিয়ে সরেজমিনে নবনির্মীত রাস্তার হাল খতিয়ে দেখে পঞ্চায়েতের ইঞ্জিনিয়ারকে তলব করেন স্থানীয় ঘোষেরগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। পঞ্চায়েত প্রধানের আস্বাস রাস্তাটি তৈরীর পরে পরেই কেন এমন অবস্থা হল তা খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট ঠিকা সংস্থার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

লালগোলা মৎস্য সমবায়ে বাম-কং বিজেপি জোট হারাল তৃণমূলকে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: লালগোলা পদ্মা ফিশারম্যানস্ কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড সমবায় সমিতির নির্বাচনে বাম কংগ্রেস ও বিজেপি জোট সমর্থিত প্রার্থীদের জয় জয়কার। মুখ থুবড়ে পড়ল তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা।

২০১৫ সালে ওই সমবায় সমিতির নির্বাচনের পর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও নির্বাচন হয়নি। শাসক দলের মদতে কয়েকজনকে অস্থায়ীভাবে জনপ্রতিনিধি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ জোট সমর্থিত প্রার্থীদের।

অভিযোগ, একের পর এক দুর্নীতি মূলক কাজকর্ম করছিল প্রাক্তন চেয়ারম্যান ভগীরথ বিশ্বাস। যার বিরুদ্ধে সমবায় সমিতির ভোটাররা হাইকোর্টে মামলা করেন। হাইকোর্টের নির্দেশ মতো ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচন করার কথা থাকলেও লোকসভা নির্বাচনের জন্য সমবায় সমিতির নির্বাচন পিছিয়ে যায়। রবিবার সেই সমবায়

সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১ টা থেকে শুরু হয় ভোটদান প্রক্রিয়া। এই সমবায় সমিতির মোট ভোটার ১১৪৩ জন। যার মধ্যে ১০৬৬ জন পুরুষ ভোটার এবং ৭৭ জন মহিলা ভোটার রয়েছে।

৪৬ টি আসনে মোট প্রার্থী ৭৬ জন। বাম, কংগ্রেস, বিজেপি জোট সমর্থিত ৪৬ প্রার্থীর মধ্যে ৩৮ জন জয়লাভ করে। তৃণমূল সমর্থিত এবং নির্দল প্রার্থী ছিল ৩০ জন। তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা ৭ টি আসনে জয়লাভ করে, ১ জন নির্দল প্রার্থী জয়ী হয়েছে। তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বাম, কংগ্রেস এবং বিজেপি জোট সমর্থিত প্রার্থীরা একজোট হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে বলে দাবি করেন জয়ী প্রার্থীরা।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের বোর্ড থেকে পঞ্চায়েত সমিতি নির্বাচনের বোর্ড এবং সদ্য শেষ হওয়া লোকসভা নির্বাচনে বাম কংগ্রেস জোট মডেল সাড়া ফেলেছিল লালগোলায়। এবারে সমবায় সমিতি নির্বাচনেও জোটের জয় জয়কার। লালগোলায় আবারও তৃণমূলের ভরাডুবিতে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।

টোটো উল্টে জখম হলেন মা ও ছেলে

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: টোটো গাড়ি উল্টে গুরুতর জখম হলেন মা ও ছেলে। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত বাঁশিরাম বাজার সংলগ্ন এলাকায়। গুরুতর জখম হয়েছেন সাহানারা হালদার ও তাঁর ছেলে সারিফুল হালদার। স্থানীয়রা মা ও ছেলেকে উদ্ধার করে স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। সেখানে তাদের অবস্থা সঙ্কটজনক হলে প্রথমে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে মা ও ছেলে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

গোকর্ণী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উন্নয়নে নাগরিক সভা

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: গোকর্ণী ও যুগদিয়া হাসপাতাল জনস্বাস্থ্য রক্ষা প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ থেকে আজ দক্ষিণ ২৪ পরগনা মগরাহাট থানার অন্তর্গত গোকর্ণী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে এক নাগরিক কনভেনশন পথসভা করেন বৈকাল ৪ঘটিকা থেকে। এই নাগরিক কনভেনশনে কমিটিরা দাবি করেন, শুরু থেকে এটি বেডেড স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল। তখন প্রায় ১০-১২টি বেড ছিল। কিন্তু সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ‘নন বেডড’ করে উন্নতির জায়গায় অবনিত করেছেন। ডাক্তার-নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা কমে যায়।

বিভিন্ন কোয়ার্টার গুলি উঠে যায়। এখানে রোগীদের প্রতীক্ষালয়, শৌচালয় নেই। ওয়াল বাউন্ডারী নেই, জল নিকাশীর ব্যবস্থা নেই। ডাক্তার-নার্সদের রেস্টরুম নেই। দীর্ঘদিন পরিচর্যা নেই।

তারা আরও দাবি করেন, গোকর্ণী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ২৪ ঘণ্টা ডাক্তার ও নার্স রাখতে হবে। পূর্বের মতো হাসপাতালে বেড ব্যবস্থা চালু করতে হবে। বারে বারে নেতা-মন্ত্রী, এম.পি, এম.এল.এ-দের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও গোকর্ণী হাসপাতালের উন্নয়ন হল না কেন সেই প্রশ্নও তোলা হয় এই নাগরিক কনভেনশনে।

হাসপাতালের জমি অন্য কোনও প্রকল্পে ব্যবহার করা চলবে না। হাসপাতালের বাউন্ডারী, গেট, শৌচালয়সহ পরিকাঠামো ও পরিষেবার উন্নতি করতে হবে। প্রয়োজনীয় সমস্ত ওষুধের সরবরাহ নিয়মিত রাখতে হবে। উপস্থিত ছিলেন গোকর্ণী ও যুগদিয়া হাসপাতালের জনস্বাস্থ্য রক্ষার সম্পাদক কবির মোল্লা, অ্যাডভোকেট খয়রুল ইসলাম, মুফতি হাবিবুল্লাসহ অন্যান কমিটিবৃন্দগণ। সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সিপিআইএম নেতাদের স্মরণ সভা গলসিতে

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: সিপিআইএম গলসি ২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে স্মরণ সভার আয়োজন করা হল। গলসি ৪ নম্বর শাখার সম্পাদক প্রয়াত কমরেড সেলিম মন্ডল এবং গলসি ৩ নম্বর শাখার পার্টি সদস্য প্রয়াত কমরেড নিধিরাম প্রামানিকের স্মরণে স্মরণ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। জানা গেছে, গত ইং ২২ শে মে ২০২৪ বুধবার সেলিম মন্ডল পথ দুর্ঘটনায় প্রয়াত হন এবং গত ইং - ৩ রা জানুয়ারী, ২০২৪ বুধবার নিধিরাম পরামানিক দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এদিন বৈকালে গলসি উচ্চ বিদ্যালয়ে সভার আয়োজন করা হয়। স্মরন সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য তথা প্রাক্তন সাংসদ সাইদুল হক, জেলা কমিটির সদস্য মনিমালা দাস ও পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক সৈয়দ হোসেন। সভার সভাপতিত্ব করেন গলসি ০২ এরিয়া কমিটির সম্পাদক কাজী জাফর আলী।

জঞ্জালমুক্ত করতে ঝাঁটা হাতে ওসি

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: প্রশাসন সামলানোর পাশাপাশি পুলিশ এবার সাফাই অভিযানে অংশ নিলেন।রবিবার জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল নিজে ঝাঁটা হাতে জয়নগর থানা চত্বরকে জঞ্জাল মুক্ত করতে হাত লাগালো। এদিন এই কাজে আই সির সাথে হাত মেলালেন জয়নগর থানার এ এস আই চন্দ্রনাথ মন্ডল, এ এস আই পৃথিশ ঘোষ সহ একাধিক পুলিশ কর্মীরা।এদিন জয়নগর থানার আই সি থানার ভেতরে জমে থাকা আবর্জনা পরিস্কার করেন।তিনি এদিন বলেন, এটা আমাদের নৈতিক কাজের ভেতরে পড়ে।নিজের কাজের জায়গা পরিস্কার থাকলে কাজ করতে ভালো লাগে।আমি চাই সবাই এভাবে এগিয়ে এসে নিজেদের এলাকাকে জঞ্জাল মুক্ত করি।এই সাফাই অভিযান নিয়মিত হবে বলেও তিনি এদিন জানালেন।

আদিবাসী বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করনদীঘির ভিখনপুর গ্রামে রবিবার সকালে একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে। পুলিশ একটি গাছের ডাল থেকে এক আদিবাসী বৃদ্ধের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃত ব্যক্তি কাষ্ঠু ওরাও, ভিখনপুর গ্রামের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা। কাষ্ঠু ওরাও দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন এবং মানসিক অসুস্থতার শিকার ছিলেন। রবিবার সকালে তিনি ঘুম থেকে উঠে প্রাতকৃত্য সেরে বাইরে যান। কিছু সময় পরে, তিনি বাড়ি না ফেরায় তার পরিবারের মধ্যে দুশ্চিন্তা শুরু হয়। উদ্বিগ্ন পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করতে শুরু করেন এবং কিছু দূরে একটি গাছের ডালে কাষ্ঠুর ঝুলন্ত দেহ আবিষ্কার করেন। ঘটনাস্থলে করনদীঘি থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ভিখনপুর গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

প্রথম নজর

৪র্থ বারের মতো নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন অলি

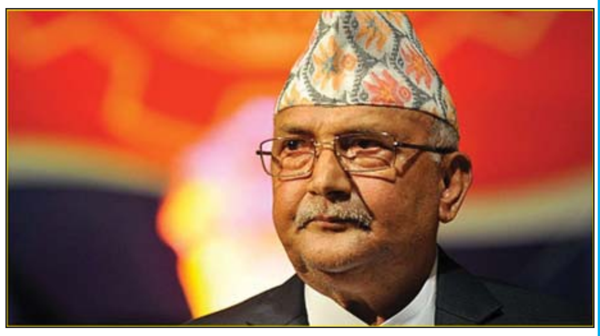

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ এশিয়ার দেশ নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খড়গা প্রাসাদ (কেপি) শর্মা অলিকে চতুর্থবারের মতো নিযুক্ত করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট। কেপি শর্মার কমিউনিস্ট পার্টি দেশটির মধ্য-বামপন্থি রাজনৈতিক দল নেপালি কংগ্রেসের সাথে জোট গড়ে সরকার গঠন করার পর রোববার তাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। দেশটির প্রেসিডেন্ট রাম চন্দ্র পাউডেলের গণমাধ্যমবিষয়ক উপদেষ্টা কিরণ পোখারেল বলেছেন, কেপি শর্মা অলিকে নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট পাউডেল। পোখারেল বলেছেন, নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি ও ইউনিফায়েড মার্ক্সিস্ট লেনিনিস্টের (সিপিএন-ইউএমএল) প্রধান ৭২ বছর বয়সী অলি সোমবার প্রধানমন্ত্রীর শপথ নেবেন। কেপি শর্মা অলি ২০১৫ সালে প্রথমবারের মতো নেপালের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। এরপর ২০১৮ সালের নির্বাচনে আবারও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হন তিনি। পরে ২০২১ সালে নেপালের অস্থিতিশীল সংসদে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন অলি। তার পূর্বসূরি ও সাবেক জোট সরকারের মিত্র পুষ্প কমল দহল ওরফে প্রচণ্ড প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র ১৮ মাস পর শুক্রবার দেশটির সংসদে আস্থা ভোট অনুষ্ঠিত হয়। এই ভোটে পুষ্প কমল দহল হেরে যান।
নেপালের সাবেক মাওবাদী গেরিলা কমান্ডার দহলের জোট সরকার থেকে অলির দল সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় পদত্যাগ করতে বাধ্য হন তিনি। দহলের সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়ে নেপালি কংগ্রেসের শের বাহাদুর দেউবার সঙ্গে জোট সরকার গঠনের চুক্তি করেন অলি।
তিনি বর্তমান সংসদের মেয়াদে পাঁচবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেউবাকে (৭৮) আরও পরের দিকে প্রধানমন্ত্রী পদ ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দশকব্যাপী গৃহযুদ্ধ আর একটি শান্তি চুক্তির পর ২০১৮ সালে ফেডারেল প্রজাতন্ত্র হিসেবে ২০০৮ সালে যাত্রা শুরু করে নেপাল। ওই সময় নেপালের ক্ষমতায় আসে মাওবাদী বিদ্রোহীরা এবং রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটে।

আমেরিকায় ৬ মাসে তিন শতাধিক বন্দুক হামলা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে আগ্নেয়াস্ত্রের সহজলভ্যতা ও যত্রতত্র তার ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা। চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসেই দেশটিতে তিন শতাধিক বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় হামলাটি হয়েছিল কেন্টাকির ফ্লোরেন্সে। সেই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন ৫ জন।
স্থানীয় সময় শনিবার (১৩ জুলাই) মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপরই হামলা হয়েছে নির্বাচনী জনসভায়। সেই ঘটনায় হামলাকারীসহ দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। রক্তাক্ত হয়েছেন ট্রাম্প। এ ছাড়া গত ১০ জুলাই ক্যালিফোর্নিয়ার আলামেডায় এক বন্দুক হামলায় মৃত্যু হয়েছিল ৪ জনের। এই অবস্থায় ১৩ জুলাই পর্যন্ত চলতি বছর আমেরিকায় গুলির ঘটনায় মারা গেছেন ৪২২ জন। আর এখন পর্যন্ত গুলির ঘটনা ঘটেছে ৩৩৬টি।
সংবাদমাধ্যম বিবিসির তথ্যানুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারিতে শিকাগোর শহরতলিতে তিনটি ভিন্ন জায়গায় ঘুরে গুলি চালিয়ে আটজনকে খুন করেছিল এক বন্দুকধারী। চলতি বছর এখন পর্যন্ত মার্কিন মুলুকে এটিই ছিল অন্যতম প্রথম বড় ঘটনা।
রিপোর্ট অনুযায়ী, চলতি বছর ৩০ জুন পর্যন্ত আমেরিকায় ৩০২টি বন্দুকবাজের হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই সব ঘটনা সব মিলিয়ে ৩৯০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১২১৬ জন। এরপর এই জুলাই মাসেও ট্রাম্পের ওপরে হামলার ঘটনাসহ ৩৪টি 'মাস শুটিংয়ের' ঘটনা ঘটেছে আমেরিকায়। এই সব ঘটনায় প্রায় হারিয়েছেন মোট ৩২ জন।
যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় নিয়মিত বন্দুকবাজের হামলার ঘটনা সামনে আসে। প্রতিবছরই এই ধরনের ঘটনায় কয়েক শ' মানুষের মৃত্যু হয় মার্কিন মুলুকে।
প্রসঙ্গত, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও বেশ কয়েকবার দেশটিতে বন্দুক সহিংসতার সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

নির্বাচনী সভায় গুলিতে আহত ডোনাল্ড ট্রাম্প, হামলাকারীসহ নিহত ২

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী সমাবেশে গুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে আহত হয়েছেন ট্রাম্প। এ ঘটনায় হামলাকারীসহ ২ জন নিহত এবং আরেকজন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।
যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় শনিবার (১৩ জুলাই) সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। রোববার (১৪ জুলাই) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্প তার বক্তব্য শুরু করার পরপরই পেনসিলভানিয়ার বাটলারের সমাবেশে একাধিক গুলির শব্দ শোনা যায়। আর এ শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা তাকে দ্রুত মঞ্চ থেকে নামিয়ে নেন।
ঘটনার পর সিক্রেট সার্ভিসের একজন মুখপাত্র এক এক্স (সাবেক টুইটার) পোস্টে বলেন, সিক্রেট সার্ভিস প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেছে এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এখন নিরাপদে আছেন।
ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের কংগ্রেসম্যান গ্রেগ স্টিউব বলেছেন, তারা তাকে কারান্তরীণ করার চেষ্টা করেছিল। আর এখন তারা তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। এটা আমাদের দেশের জন্য দুঃখের দিন। আজকের অর্থহীন সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, তার পরিবার এবং পেনসিলভানিয়ার সবার জন্য প্রার্থনা করছি।
এক্সে এক পোস্টে সিনেটের শীর্ষ ডেমোক্র্যাট চাক শুমার বলেছেন, পেনসিলভানিয়ায় ট্রাম্পের সমাবেশে যা ঘটেছে তাতে তিনি আতঙ্কিত। সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিরাপদে আছেন বলে স্বস্তি বোধ করছেন। তিনি বলেন, আমাদের দেশে রাজনৈতিক হিংসার কোনও জায়গা নেই।

ইসরায়েলের ৪৬ হাজার কোম্পানি বন্ধ, পতনের মুখে সরকার

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকারকে একটি 'পতনশীল সরকার' হিসেবে উল্লেখ করেছে দেশটির হিব্রু ভাষার সংবাদমাধ্যম মা'রিভ। গণমাধ্যমটি জানিয়েছে, গাজায় আগ্রাসন চালাতে গিয়ে ইসরায়েলের অর্থনীতিতে ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়েছে এবং অধিকৃত অঞ্চলে (গাজায়) ৪৬ হাজার ইসরায়েলি কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেছে।
আল মায়াদিনসহ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো জানাচ্ছে, ইসরায়েলের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কোম্পানি কোফেস বিডিআইয়ের (CofaceBdi) নির্বাহী পরিচালক (সিইও) ইওয়েল আমির গত বুধবার মা'রিভকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, গাজা যুদ্ধ শুরু থেকে অধিকৃত অঞ্চলে ৭৭ শতাংশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৩৫ হাজার ছিল ছোট আকারের; যেগুলো সর্বোচ্চ পাঁচজন কর্মচারী দিয়ে পরিচালিত হত। এমনকি চলতি বছরের শেষ নাগাদ ৬০ হাজার ইসরায়েলি কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন কোফেস বিডিআই'র সিইও।
ইসরায়েরের সূত্রের বরাত দিয়ে মেহের নিউজ জানিয়েছে, গাজা যুদ্ধের ফলে দখলকৃত অঞ্চলের বিভিন্ন বাণিজ্যিক খাত বিশেষ করে শিল্প, পর্যটন, কৃষি ও সেবা খাতের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।
অঞ্চলগুলোতে এখন বিদেশি পর্যটক নেই বললেই চলে।
ফাঁস হওয়া তথ্য অনুসারে, ইসরায়েলি কোম্পানিগুলো খুব কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে- শ্রমের ঘাটতি, বিক্রয় হ্রাস, সুদের উচ্চ হার, পরিবহন ও কারিগরী সমস্যা, কাঁচামালের ঘাটতি এবং যুদ্ধকবলিত অঞ্চলে কৃষি জমিতে প্রবেশাধিকারের ঝুঁকি এবং সেই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান অধিগ্রহন খরচ।
এদিকে ইসরায়েলি সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, দখল করা ভূখণ্ডে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর রকেক ও ড্রোন হামলা স্থানীয় ব্যবসাকে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কারণ এসব হামলার কারণে হাজার হাজার ইহুদি বসতি স্থাপনকারীকে তাদের বসতি সরিয়ে নিতে বাধ্য করা হয়েছে।
হিজবুল্লাহর সঙ্গে উত্তেজনা বৃদ্ধির ফলে লেবাননের সঙ্গে যে কোনো পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ ইসরায়েলের অর্থনীতিকে পতনের অতল গহ্বরে নিয়ে যাবে বলেও উদ্বেগও সৃষ্টি হয়েছে। মা'রিভের প্রতিবেদন অনুসারে, হিজবুল্লাহ সম্প্রতি তাদের হুদহুদ ড্রোনের সাহায্যে ধারণ করা ভিডিওর মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছে যে, তারা ইসরায়েলের জ্বালানি অবকাঠামো, যেমন- তেল শোধনাগার এবং গ্যাস ট্যাঙ্কগুলোতে যে কোনো সময় আক্রমণ করতে পারে।
অন্যদিকে ইয়েমেনি সামরিক বাহিনী ও হুথিদের নৌ-অভিযানও ইসরায়েলের অর্থনীতি ধ্বংসে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
ইসরায়েলি সূত্র মতে, হুথিদের হামলার ফলে দেশটির প্রধান বন্দর ইলাতের রাজস্ব উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে পশ্চিমা দেশগুলোর পূর্ণ সমর্থন নিয়ে ইসরায়েলি শাসকগোষ্ঠী ফিলিস্তিনের অসহায় ও নিপীড়িত জনগণের বিরুদ্ধে গাজা উপত্যকা এবং পশ্চিম তীরে ব্যাপক গণহত্যা শুরু করেছে।
অন্যদিকে গাজায় ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ সংগঠনগুলো এবং লেবানন, ইরাক, ইয়েমেন ও সিরিয়ার অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠী ঘোষণা করেছে যে, তারা দখলদার ইসরায়েলি সরকারের কাছ থেকে এসব অপরাধের মূল্য আদায় করবে।

গাজায় গণহত্যার জন্য ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র দায়ী: মাহমুদ আব্বাস

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস বলেছেন, আল-মাওয়াসি শরণার্থী শিবিরে হামলায় শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছেন। এই হামলার জন্য দখলদার ইসরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্টই দায়ী।
শনিবার এক বিবৃতিতে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস এসব কথা বলেন।
আব্বাস বলেন, এই বর্বরোচিত হামলার জন্য দখলদার ইসরায়েলি সরকারকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী। সেই সঙ্গে মার্কিন প্রশাসনও। কারণ ইসরায়েলের দখলদারিত্ব এবং গণহত্যার সব ধরনের সহায়তা প্রদান করে মিত্র রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত শনিবার খান ইউনিস শহরের পশ্চিমের বাস্তুচ্যুতদের শিবিরে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ১০০ ফিলিস্তিনি নিহত এবং ৩০০ জনের বেশি মানুষ আহত হয়েছেন।
বিবিসি গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে জানিয়েছে, ইসরায়েলি সন্ত্রাসী সামরিক বাহিনী এই এলাকাটিকে নিরাপদ অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা দিয়ে ফিলিস্তিনিদের সেখানে আশ্রয় নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু অবশেষে সেখানেই এই নৃশংশ হামলা করা হলো।
তবে দখলদার ইসরায়েলের দাবি, বিমান হামলায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী প্রতিরোধ যোদ্ধাদল হামাসের সামরিক বিভাগের প্রধান এবং ৭ অক্টোবরের হামলার কথিত এক মাস্টারমাইন্ডকে নিশানা করে করেছে ইসরায়েলি সেনারা।

ট্রাম্পকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে: এফবিআই

আপনজন ডেস্ক: সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর হামলার ঘটনাকে হত্যাচেষ্টা বলে নিশ্চিত করেছে দেশটির কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)। স্থানীয় সময় শনিবার রাতে এক সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়।
পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের বাটলারে এফবিআইয়ের বিশেষ এজেন্ট কেভিন রোজেক সাংবাদিকদের বলেন, আজ সন্ধ্যায় সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর যে হামলার ঘটনা ঘটেছে তাকে আমরা হত্যাচেষ্টাই বলছি। ওই স্থানটি 'অ্যাকটিভ ক্রাইম সিন' অর্থাৎ এখনো নিরাপদ নয়।
রোজেক সাংবাদিকদের আরো বলেন, যে ব্যক্তি এই হামলা চালিয়েছে তাকে শনাক্ত এবং হামলার উদ্দেশ্য কী তা জানার চেষ্টা করছে কর্তৃপক্ষ। এ জন্য তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে অনুসন্ধানী এজেন্টদের মোতায়েন করা হয়েছে। তথ্য প্রমাণের টিম মোতায়েন করা হয়েছে।
তিনি আরো বলেন, হামলাকারীকে শনাক্ত করার খুব কাছাকাছি তারা। ঘটনাস্থলে বোমা-ক্লিয়ারিং সরঞ্জাম মোতায়েন করা হয়েছে। নেয়া হয়েছে কড়া সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।
তিনি আরো বলেন, হামলাকারীকে শনাক্ত করার খুব কাছাকাছি তারা। ঘটনাস্থলে বোমা-ক্লিয়ারিং সরঞ্জাম মোতায়েন করা হয়েছে। নেয়া হয়েছে কড়া সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।
স্থানীয় সময় শনিবার (১৩ জুলাই) সন্ধ্যা ৬টার দিকে পেনসিলভানিয়ায় ট্রাম্পের নির্বাচনী সমাবেশে হামলার ঘটনা ঘটে। হামলাকারীর গুলিতে ট্রাম্পের ডান কানের ওপরের অংশ ফুটো হয়ে গেছে। হামলার ঘটনায় এ ঘটনায় সন্দেহভাজন বন্দুকধারী ও সমাবেশে উপস্থিত একজন ট্রাম্প সমর্থক নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন।
হামলার পরপরই তিনি মাটিতে পড়ে যান। এসময় তার মুখমণ্ডলে রক্ত দেখা গেছে। এই ঘটনার পর পরই সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা হামলাকারীকে গুলি করলে তিনি নিহত হন। এছাড়া আরও দুজন এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন বলে সিক্রেট সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
র‌্যালিতে উপস্থিত একজন প্রত্যক্ষদর্শী বিবিসিকে বলেন, গুলির শব্দ শোনার পর তারা একজন রাইফেলধারীকে ছাদে হামাগুড়ি দিতে দেখেছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মার্কিন সিনেটে পাস হচ্ছে রোহিঙ্গা গণহত্যা, জবাবদিহিতা ও সুরক্ষা আইন

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেটে রোহিঙ্গা গণহত্যা, জবাবদিহিতা ও সুরক্ষা আইন (গ্যাপ) পাস হচ্ছে। রোহিঙ্গা শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত লোকদের সুরক্ষা, সমর্থন, মানবিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি রোহিঙ্গা গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ থেকে বেরিয়ে আসার পথ তৈরি করতে এ আইন পাস হচ্ছে।
জাতিসংঘের স্বাধীন আন্তর্জাতিক ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন (এফএফএম) ২০১৮ সালের ৭ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এক রিপোর্টের বরাত দিয়ে মার্কিন কংগ্রেস বলেছে, মিয়ানমারে মানবাধিকার লঙ্ঘনের মূল কারণ দায়মুক্তি।
২০১৭ সালের আগস্ট থেকে বার্মার সামরিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা রোহিঙ্গাদের ওপর নৃশংসতা ও গণহত্যা চালানোর প্রতিবাদে ২০১৮ সালের ১৩ ডিসেম্বর মার্কিন হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস এইচ.রেস.১০৯১ বিলটি পাস করে।
২০১৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর এক প্রতিবেদনে এফএফএম বলে, মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যামূলক কর্ম ঘটতে পারে বা পুনরাবৃত্তি হতে পারে- এমন একটি গুরুতর ঝুঁকি রয়েছে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে মিয়ানমার সামরিক বাহিনী দেশটির গণতন্ত্রে উত্তরণকে লাইনচ্যুত করে এবং জনগণের ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে একটি অভ্যুত্থান পরিচালনা করে।
২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে মিয়ানমার সামরিক বাহিনী এবং কিছু স্থানীয় সশস্ত্র গোষ্ঠী রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে অপরাধ ও নির্যাতন চালিয়ে আসছে। রাখাইন রাজ্যে ছয় লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা উচ্চ ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে। নির্বিচারে গ্রেফতার ও আটক, নির্যাতন, যৌন সহিংসতা এবং হত্যার মাধ্যমে মিয়ানমার সামরিক বাহিনী রোহিঙ্গাদের লক্ষ্যবস্তু করে চলেছে।
রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষে অবস্থান করছে। ২০১৭ সাল থেকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় প্রায় ২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ প্রদান করেছে। এর পরের অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে যুক্তরাজ্য এবং জাপান।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৯ মি.

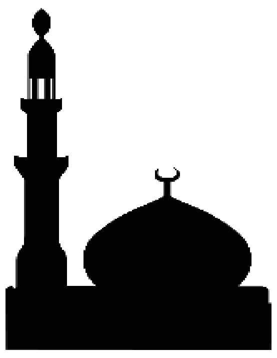

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২৯	৫.০০
যোহর	১১.৪৬	
আসর	৪.১৯	
মাগরিব	৬.২৯	
এশা	৭.৪৯	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৯	

ইহুদি বিরোধী বক্তব্য মুছে ফেলতে নীতি করছে মেটা

আপনজন ডেস্ক: মেটা তার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারকারীদের জন্য ঘৃণ্য বক্তব্য প্রসার ও প্রচার কমাতে বর্তমান নীতি বিস্তৃতকরণের কথা জানিয়েছে। সম্প্রতি বিশেষ কোনো জাতি বা ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত পোস্ট দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার কথা জানিয়েছে মেটা। ইহুদি ও ইসরায়েল বিরোধী বিভিন্ন পোষ্ট সরাবে মেটা।
রয়টার্সের সূত্রে জানা যায়—ফেসবুক ও ইনস্টগ্রামে যেসব পোস্ট ইহুদি-বিরোধী বলে বিবেচিত হবে তা সরাবে মেটা।

ট্রাম্পকে হত্যার চেষ্টা, হামলাকারীর পরিচয় যা জানা গেল

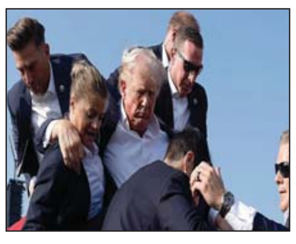

আপনজন ডেস্ক: সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর হামলাকারীর পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। তার নাম টমাস ম্যাথিউ ক্রুকস। দেশটির কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (এফবিআই) এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। মার্কিন গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে রোববার লাইভ আপডেটে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইল।
স্থানীয় সময় শনিবার পেনসিলভানিয়ায় একটি সমাবেশে রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে এ হামলা চালানো হয়।
হামলার পরপরই অভিযুক্ত ঐ হামলাকারী মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস সদস্যদের গুলিতে নিহত হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) আনুষ্ঠানিকভাবে হামলাকারীর নাম টমাস ম্যাথিউ ক্রুকস বলে জানিয়েছে। পেনসিলভানিয়ার বেথেল পার্কের বাসিন্দা ২০ বছর বয়সী এ যুবক সমাবেশের মঞ্চ থেকে ১৩০ গজ দূরে একটি ভবনের ছাদ থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে কমপক্ষে আটটি গুলি ছুড়েন। মূলত ২০ বছর বয়সী এ বন্দুকধারীই শনিবার পেনসিলভানিয়ার সমাবেশে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যার চেষ্টায় গুলি করে আহত করে বলে জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।

ফ্রান্সে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে বন্দুক হামলা, নিহত ৪

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্সে একটি গ্রামে এক জন্মদিনের অনুষ্ঠানে বন্দুক হামলার ঘটনায় অন্তত চারজন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো চারজন।
শনিবার (১৩ জুলাই) স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ৯ টার দিকে এই ঘটনা ঘটেছে। এসময় এক বন্দুকধারী ওই বাড়িতে প্রবেশ করে এলোপাতাড়ি গুলি চালায়।
প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এদিন ক্লেরমন্ট-ফেরাঁ শহরের প্রায় ৬০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত মধ্য ফ্রান্সের এসপিনাস-ভোজেল গ্রামে ২০ বছর বয়সী এক বাসিন্দা জন্মদিন পালন করা হচ্ছিল।
গ্রামটির জনসংখ্যা প্রায় এক হাজার। এ সময় ওই বন্দুকধারী পাশের একটি বাড়িতে যান।
এরপর তিনি অনুষ্ঠানের অতিথিদের লক্ষ্য করে গুলি চালান।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, হামলাকারী তিনজনকে হত্যার পর নিজেকেও শেষ করে দেন।
নিহতদের মধ্যে জন্মদিন উদযাপনকারী যুবক ও তার বাবা রয়েছেন।
পুলিশ এখনো হামলার কারণ খুঁজছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। লোকটি মারাত্মক এ হামলার আগে সেখানে চলাচলকারী গাড়ির দিকেও গুলি করেছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।
রোববারও বিপুলসংখ্যক পুলিশ ও জরুরি সংস্থার সদস্য ঘটনাস্থলে ছিলেন।
স্থানীয় প্রসিকিউটর জেরোম পিকস জানিয়েছেন, হামলাকারী ওই অনুষ্ঠানের অতিথি ছিলেন না।

হজ্ব ওমরাহ যিয়ারত
উমর ফারুক ট্রাভেলস্
নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া

সকলকে জানাই আসসালামু আলাইকুম
সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহপাক এর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত এবাদতের মধ্যে এক বিশেষ এবাদত হজ্ব ও ওমরাহ করার জন্য সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, সেই কাজে আমরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের খেদমতে বহু বছর ধরে নিয়ে জিত আছি ও দোওয়া করেন আগামীতে আরো ভালো ভাবে সেবা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পরিষেবা
প্যাকেজ
১৭ দিনের জন্য সাধারণ প্যাকেজ
■ মক্কা ও মদিনাতে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ ফ্লাইট যেকোনও এয়ারলাইন্স-এ হতে পারে
১৭ দিনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ
■ মক্কাতে হোটেল এর দূরত্ব প্রায় ৩৫০ মিটার থেকে ৪০০ মিটার ■ মদিনাতে হোটেল এর দূরত্ব প্রায় ১০০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ তায়েফ যিয়ারত ■ বদর যিয়ারত ■ ওয়াদিয়া জিন পাহাড় ■ বয়স্ক মানুষদের জন্য হুইলচেয়ারের সু-ব্যবস্থা আছে ■ জমজম ৫ লিটার ■ জেদ্দা ও আরব সাগর ভ্রমণ
রমজানের স্পেশাল অফার সীমিত সময়ের জন্য বুকিং করুন
হাদিয়া
ল্যাগেজ ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, জুতার ব্যাগ, গাইড বই, সাতদানা তসবি, ট্রলি ব্যাগ
যোগাযোগ
কাজী ওয়াসিম আকবার 8240569012
আব্দুল ফারাদ 7003187312
সেখ সাইন রহমান 7980004507
কলকাতা শাখা অফিস: ৪৯, কুষ্টিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১৯০ সংখ্যা, ১ শ্রাবণ ১৪৩১, ৮ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

শিক্ষা অর্জন

জীবনে উন্নতি লাভ করিতে হইলে লেখাপড়া করিবার তথা শিখিবার কোনো বিকল্প নাই। জীবন-জীবিকার তাগিদে এবং প্রকৃত মানুষ হইয়া উঠিবার জন্য আমাদের আজীবন জানাশুনার মধ্যে থাকিতে হইবে। এই জন্য ইসলাম ধর্মে বলা হইয়াছে, উতলুবুল ইলমা মিনাল মাহাদি ইলাল লাহাদি। অর্থাত্ দোলনা হইতে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর। তবে আমরা যেই জ্ঞান বা শিক্ষা অর্জন করি না কেন, তাহা যেন বাস্তবানুগ হয়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার, যাহাতে বাস্তব জীবনের সহিত তাহার সাদৃশ্য থাকে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সহিত বাস্তবের মিল নাই—এই কথা আমরা ঢালাওভাবে বলিতে চাহি না। শিক্ষাব্যবস্থা লইয়া স্বাধীনতা লাভের অর্ধশতাব্দীকাল পরেও নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চলিতেছে। সাম্প্রতিক কালে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা কারিকুলামে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে। ইহা লইয়াও নানা আলোচনা-সমালোচনা চলিতেছে। পরীক্ষাপদ্ধতি লইয়াও প্রশ্ন উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া অনলাইন তথা ইউটিউবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় অনেকের মনে তৈরি হইয়াছে উদ্বেগ ও উত্কণ্ঠা। তবে ইহার মধ্যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তব জীবনের সহিত একীভূত করিবার যে কোনো উদ্যোগ নাই, তাহা বলা যায় না। তবে দিন শেষে ইহার সাফল্য নির্ভর করে সকলের সচেতনতা ও আন্তরিকতার উপর। আমাদের দেশে এখনো দেখা যায়, পঠিত জ্ঞানকে বাস্তব জীবনের সহিত মিলাইয়া নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রথিতযশা ও সফল ব্যক্তিদের ক্লাসে ডাকিয়া আনিয়া শিক্ষার্থীদের সম্মুখে তাহাদের লেকচার দেওয়ার সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়। বিভিন্ন শিল্পকলকারখানা কিংবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে হাতেনাতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য রহিয়াছে ইন্টারনির ব্যবস্থা। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সফরেরও প্রধান উদ্দেশ্য, তাহাদের বাস্তব জ্ঞানের সহিত পরিচয় করিয়া দেওয়া। বিশেষত সেনাবাহিনীর নেতৃত্বাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষাকে বাস্তব জীবনের সহিত মিলাইয়া দেখিবার সুন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে। যদিও বেসামরিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ইহাকে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ইহার পরও পরীক্ষা ও মুখস্থনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা হইতে বাহির হইবার একধরনের প্রচেষ্টা বিদ্যমান। মোদ্দাকথা, আমরা যেই শিক্ষাই অর্জন করি না কেন, বাস্তব জীবনে তাহা যেন কাজে লাগে।

প্রাচীন মিশরীয় ও মেসোপটেমীয় সভ্যতায় যে শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহার সহিতও জীবনের সংযোগ ছিল। বিজ্ঞান, চিকিত্সা, গণিত ও জ্যামিতির মতো ব্যাবহারিক বিষয়গুলি ছিল শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। ছিল স্থাপত্যবিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা ও ভাস্কর্যশিল্পের মতো পেশামূলক শিক্ষাও। স্পার্টায় ছেলেদের যুদ্ধবিদ্যা শেখানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হইত। গ্রিক ও রোমান শিক্ষাব্যবস্থায় জনপরিসরে অংশগ্রহণ এবং নাগরিক দায়িত্বের উপর জোর দেওয়া হইত। এমনকি ১৪০০ এবং ১৫০০ শতাব্দীর মুসলিম শাসনাধীন দিল্লিতে যে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সেইখানে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ছিল গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিত্সাবিজ্ঞান, স্থাপত্যবিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য, জীবনসম্পর্কিত শিক্ষার প্রসার ঘটাইতে হইলে শিক্ষার্থীদের মনে জানিতে চাওয়ার আগ্রহ ও তৃষ্ণা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। ইহাই শিক্ষকদের অন্যতম প্রধান কাজ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'কতবার চেষ্টা করেছি আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতে; কিন্তু দেখতে পাই তাদের মনে কোনো প্রশ্নও নেই। জানতে চাওয়ার সঙ্গে জানতে পাওয়ার যে যোগ আছে সে যোগ ওদের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।' এই বিচ্ছিন্নতাই বাস্তবমুখী শিক্ষার প্রধান অন্তরায়। অন্যদিকে আমরা আমাদের শিক্ষা কারিকুলামকে যতই ঢালিয়া সাজাই না কেন, শিক্ষক সমাজকে যতই প্রশিক্ষিত করি না কেন, যদি সমাজে সেই শিক্ষার প্রয়োগ ও কদর না থাকে, তাহা হইলে তাহার মূল্য কোথায়? সেই ষাট দশক হইতে আমরা শুনিয়া আসিতেছি, লেখাপড়া শিখিবার পর কোনো চাকুরি-বাকুরি পাইতে হইলে টাকা ও মামার জোর লাগে। এখনো আমরা এমনই শুনিতে পাই। এমনকি চারিদিকে যেই সকল খবর প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ হইয়া গিয়াছে। সামান্য একটা চাকুরি পাইতে এত কাঠখড় পুড়াইতে হয়? এত তদবির ও টাকাপয়সা লাগে? তাহা হইলে একজন শিক্ষার্থীর নীতিনৈতিকতার জ্ঞান অর্জন করিয়া কী লাভ? অর্থাত্ শিক্ষাব্যবস্থাকে যেমন বাস্তবধর্মী হইতে হইবে, নৈতিকতা ও মানবিকতাবোধসম্পন্ন হইতে হইবে, তেমনি আমাদের সমাজেও তাহার প্রতিফলন থাকা আবশ্যক। নতুবা শিক্ষার্থীরা কনট্রাডিকশন বা বৈপরীত্য লইয়া বাড়িয়া উঠিবে এবং তাহাই একসময় তাহাদের মনে তৈরি করিবে গভীর হতাশা।

●●●●●●●●●●●●

আহা, আরও অনেক ইসরায়েলি যদি গাজার শিশুদের জন্য কাঁদত!

রজার ওয়াটার্সকে নিয়ে ইসরায়েল রীতিমতো ভীত ও ক্ষুব্ধ। অবশ্য ৭ অক্টোবরকে অস্বীকার করে এমন সবার প্রতিই ইসরায়েলের এহেন অবস্থান। আজকে ইসরায়েলিদের চোখে ওই দিনের নৃশংসতা অস্বীকারের চেয়ে জঘন্যতম আর কিছু নেই। তাঁরা অবশ্য সঠিক। এটা তো হলোকাস্টকে অস্বীকার করার শামিল। ৭ অক্টোবরের নৃশংসতা তো ওই দিনের পর থেকে ইসরায়েল যা করেছে ও করে আসছে, সেসবের বেঠিক যৌক্তিকতা। সে কারণেই তাঁদের ক্ষোভ এত আক্রমণাত্মক। লিখেছেন **গিডিয়ন লেভি...**

রজার ওয়াটার্সকে নিয়ে ইসরায়েল রীতিমতো ভীত ও ক্ষুব্ধ। অবশ্য ৭ অক্টোবরকে অস্বীকার করে এমন সবার প্রতিই ইসরায়েলের এহেন অবস্থান। আজকে ইসরায়েলিদের চোখে ওই দিনের নৃশংসতা অস্বীকারের চেয়ে জঘন্যতম আর কিছু নেই। তাঁরা অবশ্য সঠিক। এটা তো হলোকাস্টকে অস্বীকার করার শামিল।

৭ অক্টোবরের নৃশংসতা তো ওই দিনের পর থেকে ইসরায়েল যা করেছে ও করে আসছে, সেসবের বেঠিক যৌক্তিকতা। সে কারণেই তাঁদের ক্ষোভ এত আক্রমণাত্মক। ইসরায়েলিদের চোখে তো এটা অজানা থাকা অসম্ভব যে হামাসের অপহৃত জিম্মিদের মধ্যে একটি ইসরায়েলি শিশু রয়েছে। অথচ বেশির ভাগ ইসরায়েলি এটা অস্বীকার করছেন যে ১৭ হাজার ফিলিস্তিনি শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে।

গত সপ্তাহে চ্যানেল থার্টিনের এক অনুষ্ঠানের উপস্থাপক দুটি সম্ভাবনার কথা বললেন: হয় রজার ওয়াটার্সের মাথা বিগড়ে গেছে, অথবা তিনি মিথ্যাচারী। তারপর ওই উপস্থাপক দাবি করেন যে আসলে ওয়াটার্স দুটোই। কিন্তু মোটেও তা নন, আর তাঁর স্বপক্ষে দাঁড়ানোর জন্য আমাকেও তাঁর দরকার নেই।

[বিশ্ববিখ্যাত রকসংগীত গোষ্ঠী পিংক ফ্লয়েডের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও গায়ক রজার ওয়াটার্স সম্প্রতি এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেন যে গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় ১ হাজার ২০০-এর বেশি ইসরায়েলি নাগরিকের মৃত্যুর জন্য মূলত ইসরায়েল নিজেই দায়ী। তিনি এ-ও বলেন যে ফিলিস্তিনিরা স্বাধীনতার সপক্ষে যাঁরা লড়াই করে যাচ্ছেন, তাঁদের নৈতিক ও আইনি অধিকার কাছে দখলদারদের বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত হানার। এ ছাড়া রজার ওই দিন হামাস জঙ্গিদের দ্বারা কোনো নারী ধর্ষিত হয়েছেন, এর কোনো প্রমাণ নেই।]

এটা ঠিক যে ৭ অক্টোবর অস্বীকার করা হলো একটি অন্যায়। ওই দিন হাজার হাজার সাধারণ ও নিরীহ ইসরায়েলির বিরুদ্ধে ভয়াবহ অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, যদিও চুল্লিতে পুড়ে কোনো শিশু নিহত হয়নি।

তবে এরপর থেকে গাজায় ইসরায়েল যা করে আসছে, তাতে যে কেউই শোকাহত হতে পারে এবং হওয়া উচিতও। আর তা ৭ অক্টোবর নিয়ে ভিত্তিহীন কোনো বয়ানকে আমলে না নিয়েই। নোভা উৎসব থেকে কিব্বুতজ, ওফাকিম থেকে কিব্বুতজ বেয়েরি পর্যন্ত যা ঘটেছে, তাতে যে কারও ইসরায়েলি ভুক্তভোগীদের প্রতি

সমবেদনা জাগতে পারে এবং জাগা উচিতও। একই সঙ্গে তাদের তো গাজায় ইসরায়েলের অপরাধগুলোতেও মর্মাহত হওয়া উচিত এবং সেখানকার লাখ লাখ আক্রান্ত মানুষের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ করা উচিত।

যেকোনো একটির বিস্তারিত বিবরণীর সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করার বিষয়টি অবান্তর এ জন্য যে ৭ অক্টোবরের গোটা ছবিটা পরিষ্কার ও মর্মান্তিক।

কয়জন ইসরায়েলি নাকবাকে স্বীকৃতি দিতে রাজি আছে? ইসরায়েল কবে আনুষ্ঠানিকভাবে নাকবাকে স্বীকৃতি দেবে? ইসরায়েল তো দখলদারির ভয়াবহতা ও অপরাধ অস্বীকার করে আসছে, অস্বীকার করে চলে বর্ণবাদ বা জাতিবিদ্বেষের অস্তিত্বকেও। এগুলোতে ৭ অক্টোবরকে অস্বীকার করার চেয়ে গুরুতর অপরাধ, কেননা এসব অপরাধ চলমান ও নিরন্তর।

পিয়েরস মরগানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে রজার যে বলেছেন তিনি গাজার শিশুদের জন্য প্রতিদিন সকালে কাঁদেন, এটা তো তাঁর ও তাঁর বিবেকের এক সম্মানজনক প্রকাশ। আমি জানি তাঁর চোখের পানি নিখাদ। আহা! যদি আরও অনেক ইসরায়েলি গাজার শিশুদের জন্য কাঁদত! তারা তো গণহারে আহত, নিহত ও এতিম হয়েছে। তারপরও ইসরায়েলের বিপর্যয়ের সম্ভাবনাকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই।

এত কিছুর পর যা বলতে হয়, তা হলো: ৭ অক্টোবর বা অন্য কোনো জাতীয় বিপর্যয় অস্বীকারকারীদের সমালোচনা করার কোনো অধিকার ইসরায়েলের নেই। খুব কম জাতিই আছে, যারা অন্য মানুষের বিপর্যয় ডেকে আনার দায় অস্বীকার করে থাকে, ইসরায়েলের জনগণ যেভাবে এখন তা করছে। যারা সত্যকে অস্বীকার করে এবং নিজেদের ও অন্যদের মিথ্যা বলে—এমন সবাইকে ইসরায়েল ছাড়িয়ে গেছে। ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বসবাসকারী ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব অস্বীকার থেকে শুরু করে নাকবা থেকে গাজায় নির্বিচার গণহত্যাকে অস্বীকার করা—এ তো অস্বীকারের শত বছর।

এত কিছুর পর যা বলতে হয়, তা হলো: ৭ অক্টোবর বা অন্য কোনো জাতীয় বিপর্যয় অস্বীকারকারীদের সমালোচনা করার কোনো অধিকার ইসরায়েলের নেই। খুব কম জাতিই আছে, যারা অন্য মানুষের বিপর্যয় ডেকে আনার দায় অস্বীকার করে থাকে, ইসরায়েলের জনগণ যেভাবে এখন তা করছে। যারা সত্যকে অস্বীকার করে এবং নিজেদের ও অন্যদের মিথ্যা বলে—এমন সবাইকে ইসরায়েল ছাড়িয়ে গেছে। ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বসবাসকারী ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব অস্বীকার থেকে শুরু করে নাকবা থেকে গাজায় নির্বিচার গণহত্যাকে অস্বীকার করা—এ তো অস্বীকারের শত বছর। যে সমাজ এ রকম অস্বীকারের মধ্যে বসবাস করে, যাদের মধ্যে সত্য ও দায় স্বীকারে ন্যূনতম আভাসের অভাব অথবা অন্তত ভুক্তভোগীদের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধা যেখানে অনুপস্থিত, সে সমাজের তো প্রচণ্ড ধৃষ্টতা দরকার তাদের সমালোচনা করার, যাদের কাছ থেকে বিপর্যয়গুলোর অস্বীকৃতি আসছে।

যে সমাজ এ রকম অস্বীকারের মধ্যে বসবাস করে, যাদের মধ্যে সত্য ও দায় স্বীকারে ন্যূনতম আভাসের অভাব অথবা অন্তত ভুক্তভোগীদের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধা যেখানে অনুপস্থিত, সে সমাজের তো প্রচণ্ড ধৃষ্টতা দরকার তাদের সমালোচনা করার, যাদের কাছ থেকে বিপর্যয়গুলোর অস্বীকৃতি আসছে।

যে মানুষগুলো ১৯৪৮ সালে তাদের দেশ, ভূমি, সম্পত্তি ও মর্যাদা হারিয়েছে, তাদের এ রকম বিপর্যয় ঘটানো নাকবা যারা অস্বীকার করে, তাদের সঙ্গে ৭ অক্টোবর অস্বীকারকারীদের কী পার্থক্য আছে?

কয়জন ইসরায়েলি নাকবাকে স্বীকৃতি দিতে রাজি আছে? ইসরায়েল কবে আনুষ্ঠানিকভাবে নাকবাকে স্বীকৃতি দেবে? ইসরায়েল তো দখলদারির ভয়াবহতা ও অপরাধ অস্বীকার করে আসছে, অস্বীকার করে চলে বর্ণবাদ বা জাতিবিদ্বেষের অস্তিত্বকেও। এগুলোতে ৭ অক্টোবরকে অস্বীকার করার চেয়ে গুরুতর অপরাধ, কেননা এসব অপরাধ চলমান ও নিরন্তর।

এই যে অ্যামোস বার্ডম্যান হারেৎজে একটা রাজনৈতিক কার্টুন এঁকেছেন সেদিন। এতে দেখানো হয়েছে যে ঘরবাড়ি জ্বলছে আর নুখবা [হামাসের সামরিক শাখার একটি উপদল] সন্ত্রাসীরা ইসরায়েলিদের অপহরণ করে গাজায় নিয়ে যাচ্ছে। পাশেই স্তূপ হয়ে রয়েছে অনেকগুলো মরদেহ, যার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা রজার প্রশ্ন করছেন: প্রমাণ কোথায়? বার্ডম্যান অবশ্য এ রকম আরেকটা কার্টুন আঁকতে পারতেন যে ইসরায়েল ফিলিস্তিনের অথবা অন্তত গাজার ধ্বংসস্তূপের দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করছে: প্রমাণ কোথায়?

আচ্ছা, আমরা যে ১৯৪৮ সালে জাতিগত নিধন চালালাম এবং [ফিলিস্তিনি] শরণার্থীদের নিজ দেশে ফিরতে দিলাম না, তার প্রমাণ কোথায়? যখন দুটি জনগোষ্ঠী একটি সরকারের অধীনে বসবাস করেও এক জনগোষ্ঠী সব অধিকার পায় আর অন্যটি নিরন্তর দখলদারির মধ্যে থেকে যায় কোনো অধিকার পাওয়া ছাড়া, এটা যে জাতিবিদ্বেষ, তারই-বা প্রমাণ কোথায়? কিংবা এই প্রমাণই বা কোথায় যে ইসরায়েল গাজায় হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে? গাজায় শিশুরা যে অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে মরছে, তার প্রমাণই-বা কোথায়? এসবের প্রমাণ কোথায়, আর কে বা কারা এখানে অস্বীকারকারী?

গিডিয়ন লেভি ইসরায়েলি সাংবাদিক। হারেৎজে প্রকাশিত লেখাটি ইংরেজি থেকে বাংলায় রূপান্তর

ট্রাম্পের উপর এই হামলার কারণ কী

কিরা লারনার

শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া অঙ্গরাজ্যের বাটলারে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমাবেশে গুলি চালানোর ঘটনা বলছে যে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক সহিংসতার বিরুদ্ধে জোরালো আওয়াজ তোলার সময় এসেছে।

ট্রাম্পের সমাবেশে যে ব্যক্তি গুলি চালিয়েছেন, তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসই-বা কী, এটা এখনো পরিষ্কার নয়। সিক্রেট সার্ভিস জানিয়েছে, ট্রাম্প নিরাপদ। কিন্তু তাঁর সমাবেশে আসা অন্তত একজন এবং সন্দেহভাজন হামলাকারী নিহত হয়েছেন।

কিন্তু এ ঘটনা নিশ্চিত করেই ইঙ্গিত দিচ্ছে, নির্বাচনী বছরে অঘটনের মাত্রা বাড়বে। বিশেষ করে, যখন নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তারা অব্যাহত হুমকি ও সহিংসতার ভয় পাচ্ছেন।

গত জুনের শেষ দিকে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরিপে বেরিয়ে এসেছে, ট্রাম্পের পক্ষে সহিংসতায় সমর্থনের চেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সহিংসতায় সমর্থন বেড়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকানদের মধ্যে ১০ শতাংশ বা ২ কোটি ৬০ লাখ মানুষ ট্রাম্পের বিপক্ষে সহিংসতায় সমর্থন জানিয়েছেন। অন্যদিকে ৬ দশমিক ৯ শতাংশ বা ১ কোটি ৮০ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক ট্রাম্পের পক্ষে সহিংসতায় সমর্থন করেছেন। জানুয়ারি মাসের জরিপে ট্রাম্পের পক্ষ হয়ে সহিংসতায় অপেক্ষাকৃত বেশি মানুষ সমর্থন করেছিলেন। যে ২ কোটি ৬০ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট পদে আসা ঠেকাতে সহিংসতাকে সমর্থন করেন, তাঁদের ৩০ শতাংশের বেশি মানুষের হাতে নিজেদের বন্দুক আছে। আর ৮০ শতাংশ মানুষের ইন্টারনেটে অর্গানাইজেশনাল টুলসে প্রবেশগম্যতা আছে।

শনিবার রাতে গোলাগুলির ঘটনার আগে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিকাগো প্রজেক্ট অন সিকিউরিটি অ্যান্ড থ্রেটসের পরিচালক বব পেপ এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'ট্রাম্পের পক্ষ নিয়ে সহিংসতা করার চেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সহিংসতা করার মনোভাব বেশি লোকের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং ট্রাম্পের শাসনের বিরোধিতা করে বাঁ দিক থেকে আসা সহিংসতার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।'

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বরাতে সিবিএস নিউজের খবরে জানা যাচ্ছে, রিপাবলিকানদের সম্মেলনটি বিদেশি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী, হোমগ্রন (দেশের ভেতরে জন্ম নেওয়া) সহিংস চরমপন্থী, দেশের ভেতরকার সহিংস উগ্রপন্থী গোষ্ঠী, তথাকথিত লোন-উলফ (একক হামলাকারী) কিংবা বন্দুকবাজদের

হামলার শিকার হতে পারে বলে বড় ধরনের উদ্বেগ আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে রাজনৈতিক সহিংসতার প্রতি সমর্থনের এই উত্থান চরম পক্ষপাতিত্ব, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপতথ্যের ছড়াছড়ি এবং ট্রাম্প ও তাঁর মিত্রদের সহিংস কথাবার্তার মধ্য দিয়ে ঘটেছে। এসব বিষয় একত্র হওয়ায় ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি হাজার হাজার মানুষ ক্যাপিটল হিলে হামলা চালিয়েছিলেন।

রাজনৈতিক সহিংসতা ও গণতন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে একটা সিরিজের অংশ হিসেবে গার্ডিয়ানে প্রথম প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে, দুই পক্ষের (ট্রাম্পের পক্ষে ও বিপক্ষে) মধ্যেই সহিংসতায় সমর্থনের কারণ হলো, স্টাবলিশমেন্টের ওপর অবিশ্বাস ও ষড়যন্ত্র তত্ত্ব।

দুই পক্ষে যাঁরা সহিংসতা সমর্থন করেন, তাঁরা প্রধানত শহুরে আমেরিকান।

সমীক্ষায় আরও উঠে আসে, প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকানদের মধ্যে ৫৮ দশমিক ৬ শতাংশ মনে করে, আজকে যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিস্থিতি, তাতে নির্বাচন দেশটির সবচেয়ে মৌলিক রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবে না।

অধ্যাপক পেপ বলেছেন, 'ট্রাম্পের ওপর গুলি আমাদের দেশের রাজনৈতিক সহিংসতার প্রতি সমর্থনের ফলাফল। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রতি প্রতিশোধের হুমকির বিষয়েও আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়া প্রয়োজন।'

তিনি আরও বলেছেন, যে দলের বিরুদ্ধেই সহিংসতা হোক না, সবাইকে তাৎক্ষণিকভাবে তার নিন্দা জানানো জরুরি।

ট্রাম্পের সমাবেশে গোলাগুলির ঘটনায় রাজনৈতিক নেতাদের দিক থেকে যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এসেছে, সেটা বৃহৎ অর্থে এই ধারণারই অনুরণন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের সহিংসতার কোনো জায়গা নেই। এ ঘটনার নিন্দা জানানোর জন্য আমাদের অবশ্যই এক জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।'

বারাক ওবামা এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'আমাদের গণতন্ত্রে রাজনৈতিক সহিংসতার কোনো ঠাঁই নেই।'

কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোয় যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক সহিংসতা নানা রূপ পেয়েছে। এর মধ্যে গত ৬ জানুয়ারির বিদ্রোহ, নির্বাচনী কর্মকর্তাদের হয়রানি ও সহিংস হুমকি এবং নির্বাচনী কর্মকর্তাদের লক্ষ্যবস্তু করার প্রচেষ্টা।

২০২০ সালের অক্টোবর মাসে সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাত্র এক মাস আগে মিশিগানের গভর্নর গ্রিচেন হুইটমারকে অপহরণের ষড়যন্ত্র করা হয়। আর নির্বাচনের মাত্র এক সপ্তাহ পর নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা একজন নির্বাহীকে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল। কারণ হলো, পরাজিত পক্ষের বিশ্বাস ছিল, নির্বাচনের ফলাফল চুরি করা হয়েছে। তাঁরা ওই নির্বাহীর বাড়ির ঠিকানা প্রকাশ করে দিয়ে তাঁর জন্য মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন।

যাঁরা চরম রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস করেন, ইন্টারনেটে তাঁদের কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি। ন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম ফর দ্য স্টাডি অব টেরোরিজম অ্যান্ড রেসপন্সেস টু টেররিজমের সূত্রমতে, যুক্তরাষ্ট্রে যে রাজনৈতিক সহিংসতা ঘটে, তার বেশির ভাগই এমন লোকেরা ঘটান, যাঁরা কোনো আনুষ্ঠানিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নন।

রিপাবলিকান পার্টির জাতীয় সম্মেলনের মাত্র দুই দিন আগে ট্রাম্পের সমাবেশে গোলাগুলির এ ঘটনা ঘটল। সেই সম্মেলনে ট্রাম্পকে আনুষ্ঠানিকভাবে রিপাবলিকানদের প্রার্থী করার কথা রয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বরাতে সিবিএস নিউজের খবরে জানা যাচ্ছে, রিপাবলিকানদের সম্মেলনটি বিদেশি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী, হোমগ্রন (দেশের ভেতরে জন্ম নেওয়া) সহিংস চরমপন্থী, দেশের ভেতরকার সহিংস উগ্রপন্থী গোষ্ঠী, তথাকথিত লোন-উলফ (একক হামলাকারী) কিংবা বন্দুকবাজদের হামলার শিকার হতে পারে বলে বড় ধরনের উদ্বেগ আছে।

কিরা লারনার, গার্ডিয়ানের গণতন্ত্র বিষয়ে সম্পাদক গার্ডিয়ানে প্রকাশিত, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

ইদ্রিশ আলির স্মরণ সভায় মহরমের তাৎপর্য ব্যাখ্যা সর্বধর্ম নেতাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রবিবার আসন্ন মহরম উপলক্ষে সকল ধর্মের ধর্মগুরুদের নিয়ে বিশ্ব শান্তির জন্য প্রার্থনা সভা ও প্রয়াত প্রাক্তন সাংসদ ও বিধায়ক আইনজীবী ইদ্রিস আলীর স্মৃতিচারণ করে তাঁর আত্মার (মাগফেরাত) শান্তি কামনা এবং আসন্ন মহরমের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি ফোরাম।কলকাতার রিপন লেনে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়। সভাটি সঞ্চালন করেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এম এ আলী। প্রধান অতিথি ছিলেন কলকাতা নাখোদা মসজিদের ইমাম মাওলানা সফিক কাশমী। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি ফোরামের সভাপতি তথা কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী ইমরান আলী। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবক কামরুউদ্দিন মালিক,ডা. আনোয়ারুল ইসলাম ,সরদার কালু সিং, মনি মহারাজ, আকরাম হোসেন সাহিল, মহ: ওয়াসি আখতার প্রমুখ। প্রধান অতিথি নাখোদা মসজিদের ইমাম মাওলানা সফিক কাশমী মহরমের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন, অত্যাচারী ও অহঙ্কারী এজিদ , হজরত মুহাম্মদ (সা:)এর প্রিয় নাতি ইমাম হোসেন কে হত্যা করে আরবি মাসের ১০ই মহরম।

অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি ফোরামের সভাপতি তথা কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী ইমরান আলী বলেন, ইমাম হোসেনের শাহাদাতের দিনটি মর্যাদা সহকারে পালন করতেন আমার আব্বা। তাই আমরা প্রয়াত প্রাক্তন সাংসদ ও বিধায়ক ইদ্রিস আলীর সংকল্পকে বাস্তবায়ন করতে আমরা মিলিত হয়েছি এই সভায়।

সংবর্ধনা ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান ভাঙড়ে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: সংবর্ধনা ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন করল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার "আমার ভাঙড়" সংগঠন।

এদিনের অনুষ্ঠান টি হয় ভাঙড়ের কাঁঠালিয়াতে "শিস শিশু বিকাশ একাডেমি" প্রাঙ্গণে।রবিবারের অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হন মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, হাই মাদ্রাসা, আলিম, ফাজিল, আই সি এস ই ও নিট পরীক্ষায় ভাঙড় ১ এবং ২ নম্বর ব্লকের সর্বচ্চো সংখ্যা (নাম্বার) পাওয়া পরীক্ষার্থীরা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য ও সমাজ সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য প্রথম বারের মতো "ভাঙড়রত্ন পুরস্কার ২০২৪" প্রদান করা হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সংবর্ধিত হন আবৃতা বিশ্বাস, মধুমিতা পাল ও রিকথ্ মন্ডল। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সংবর্ধনা গ্রহণ করেন আমিনুর মল্লিক, স্বাগতা মন্ডল, নাফিসা আক্তারি ও প্রিয়াঙ্কা কোঁরা। হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার্থীর মধ্যে সংবর্ধনা পান ঝর্ণা খাতুন, আফসোনারা খাতুন, সোহানা পারভীন ও রাজিব দেওয়ান। আলিম পরিক্ষার্থীদের মধ্যে সংবর্ধনা দেওয়া হয় সাহিনাজ পারভীন, তৌহিদুল ইসলাম বৈদ্য ও মনতাজুল ইসলাম মোল্লা কে। ফাজিল পরিক্ষার্থীদের মধ্যে সংবর্ধিত হন সাহারুল ইসলাম, সাইদুল সাঁপুই, ও মোস্তাফিজুর রহমান। আরমান গাজি সংবর্ধিত হন আই সি এস ই পরিক্ষার্থী হিসাবে। নিট পরীক্ষায় সফল পরীক্ষার্থী তথা হবু শিক্ষক হিসেবে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় সুমাইয়া সুলতানা মল্লিক, মাহামুদুল হাসান মোল্লা ও তাহির মোল্লাকে। "ভাঙড়রত্ন পুরস্কার" প্রাপকরা হলেন শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ভাঙড় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ইউসুফ আলি। স্বাস্থ্য ও সমাজ সেবায় অসামান্য অবদানের জন্য শিস সংস্থার কর্ণধার এম এ ওহাব। সাহিত্য ও শিক্ষা জগতে অনন্য অবদানের জন্য পোলেরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক একাধিক গ্রন্থের লেখক আব্দুর রব খাঁন (মরনোত্তর)। মরহুম আব্দুর রব খাঁনের সহধর্মিণী হাসনু হেনা বেগম পুরস্কার গ্রহণ করে স্মৃতি চারণা করেন। পুরস্কার গ্রহণ কালে অনুভূতি ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন ইউসুফ আলি ও এম এ ওহাব। অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন ডব্লিউ বি সি এস আধিকারিক রাফেউন গাজি, শিক্ষক আব্দুল মোমেন প্রমুখ। কবিতা পাঠ করেন শিক্ষক ফারুক আহমেদ, শিক্ষক আইনুর রহমান, সমাজসেবী আরিফ মহম্মদ মালি প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠান টি সঞ্চালনা করেন কবি, লালমিয়া মোল্লা। "আমার ভাঙড়" সংগঠনের কর্ণধার শিক্ষক ইয়াউর রহমান অতিথিদের বরণ করে নেন। সহযোগিতা করেন সাহিল আহমেদ মহম্মদ রিদওয়ান প্রমুখ।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে চুরির কিনারা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: খন্ডঘোষ থানার পুলিশ বারবার দক্ষতা দেখিয়ে আইন শৃংখলার অবনতি রক্ষা থেকে শুরু করে চোর ডাকাত ধরে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা ফেরাতে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন । খণ্ডঘোষ থানার ওসি রাজেশ মাহাতোর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বড় ভূমিকা গ্রহণ করছেন । গতকাল খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত সালুন পূর্বপাড়া এলাকার বাসিন্দা গনেশ কেওড়ার স্ত্রী শ্রীমতি পদ্মা কেওড়া খণ্ডঘোষ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন যে উনি যখন ব্যাঙ্গালোরে চিকিৎসারত ছিলেন, ওনার এবং ওনার পরিবারের অবর্তমানে, ওনার বাড়ি থেকে কেউ বা কারা নানাবিধ রান্না সামগ্রী এবং অন্যান্য বাসন সহ একটি গ্যাসের সিলিন্ডার চুরি করে। সেই সঙ্গে চুরি করে ওনার স্বামীর একটি মোটর সাইকেল। অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথে খণ্ডঘোষ থানার ওসি রাজেশ মাহাতো নির্দেশে সাব ইন্সপেক্টর রায়হান শেখ এর নেতৃত্বে এক টিম ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে এবং উদ্ধার করে চুরি যাওয়া সামগ্রী।

তৃণমূলের সভায় শুভেন্দুকে দু কান বলে কটাক্ষ ফিরহাদের

দেবাশিস পাল ● মালদা

আপনজন: ধর্মতলায় ২১ জুলাই এর সভাকে সফল করতে মালদায় প্রস্তুতি সভা করলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহযোগিতায় গাজোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে গাজোল শিউচাঁদ পরমেশ্বরী বিদ্যামন্দির উচ্চ বিদ্যালয়ে এই প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২১ জুলাই কে সামনে রেখে উত্তর মালদার সকল তৃণমূল ব্লক সভাপতি,অঞ্চল সভাপতি ও সমস্ত শাখা সংগঠন ও নেতৃত্বদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কর্মীরা কিভাবে ২১ জুলাই যাবেন, সে বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পৌর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ছাড়াও, মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি। এছাড়াও ছিলেন, দলের মালদা জেলা চেয়ারম্যান সমর মুখার্জী, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের জল ও সেচ দপ্তরে প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, রাজ্যসভার সংসদ মৌসম বেনজির নূর সহ দলের উত্তর মালদার সকল ব্লক সভাপতি সহ সমস্ত ব্লক ও অঞ্চল নেতৃত্ববৃন্দ।

এদিনের প্রস্তুতি সভায় ফিরহাদ হাকিম ২১ জুলাই এর ধর্মতলার সভাকে সফল করার আহ্বান জানান। এছাড়াও তিনি বক্তব্যে নাম না করে শুভেন্দু অধিকারীকে দু কান কাটা বলে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন দু কান কাটারা লজ্জাহীন হয়।

ফিরহাদ এদিন বক্তব্যে কার্যত স্বীকার করে বলেন,মালদায় দুটো লোকসভা কেন্দ্রেই আমরা হেরেছি। হয়তো এই জন্য নিজেরা একে অন্যের অভিযোগ করবো। কিন্তু সেটা নয়। কান্নাকাটি করে বসে থাকলে হবে না। মাঠে খেলতে হবে। লক্ষ আগামী বিধানসভায় মালদায় ১২ তে ১২ টি আসনই জিততে হবে। এছাড়াও স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বক্তব্যে ফিরহাদ বিজেপির বিরুদ্ধে বিষোদগার করে বলেন,বিজেপি আমাদের প্রধান শত্রু। এই বিজেপিকে রুখে দিতে হবে জোটবদ্ধ ভাবে।

ঘুরে ঘুরে অভিযোগ শুনছেন সাংসদ ঈশা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: দক্ষিণ মালদার সাংসদ নির্বাচিত হয়ে ব্লকে ব্লকে ঘুরে অভাব অভিযোগ শোনেন ও জনসংযোগে মনোনিবেশ করেন। চায়ের দোকান থেকে কর্মীসভায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দক্ষিণ মালদার কংগ্রেসের সাংসদ ইশা খান চৌধুরী। রবিবার এমনই বিক্ষিপ্ত চিত্র দেখা গেল কালিয়াচক-২ নং ব্লকের মোথাবাড়ি বিধানসভা এলাকায়। এদিন দিনভর ইশা খান চৌধুরী মোথাবাড়ির বাঙ্গীটোলা, রথবাড়ি, পঞ্চানন্দপুর, উত্তর লক্ষীপুর সহ বিভিন্ন অঞ্চলে ঘোরেন। সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা অভাব-অভিযোগের কথা শোনেন। মানুষজন জড়ো হয়ে যান তাকে ঘিরে।কোথায় কোন কী প্রয়োজন রয়েছেন তা জেনে রাখেন। এছাড়াও একটি স্কুলে সাংসদকে সংবর্ধনা জানানো হয় ও সাংগঠনিক আলোচনা বক্তব্য রাখেন ঈশা খান চৌধুরী। সাংসদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কালিয়াচক-২ নং ব্লক কংগ্রেস সভাপতি দুলাল সেখ সহ সংগঠনের অন্যান্যরা। দু লালবাবু জানান, ইশা খান চৌধুরী বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছে। তাই তিনি সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানাতে গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন। ব্লক কেন্দ্রিক সংবর্ধনা সভা ও সাংগঠনিক আলোচনা সভায় অংশ নিচ্ছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গলসিতে ২১শে জুলাই-এর প্রস্তুতি সভা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: কয়েকদিন পরই একুশে জুলাই অর্থাৎ তৃণমূলের শহীদ দিবস। তাই রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ২১ শে জুলাই প্রস্তুতি সভা করা হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মতো পূর্ব বর্ধমানের গলসি ১ নং ব্লকের সিমনোড়ী গ্রামে প্রস্তুতি সভা করা হল। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের উদ্যোগে ওই সভার আয়োজন করা হয়। সভায় মহিলা সহ বহু তৃণমূল কর্মী যোগদান করেন। সভা থেকে কর্মীদের ২১ শে জুলাই এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি কর্মীরা কি ভাবে ওই দিন কলকাতা যাবে সে বিষয়ে বেশ কিছু নির্দেশ দেয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

রাজ্য জমিয়তে উলামার বিশেষ বৈঠক মেমারিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেমারি

আপনজন: রবিবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়তে উলামার একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি জামিয়া ক্যাম্পাসে। সভায় রাজ্য ওয়ার্কিং কমিটি এবং রাজ্যের সব জেলার সভাপতি ও সম্পাদকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাটি ছিল মূলত আগামী টার্মে জমিয়তের প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ বিষয়ক। উল্লেখ্য গত টার্মে প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮৬৮ জন। রাজ্য জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক ক্বারী শামসুদ্দীন আহমাদ সভায় উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে আগামী টার্মের জন্য কমপক্ষে ২০ লক্ষ সদস্য সংগ্রহ করার প্রস্তাব রাখেন। উপস্থিত সকলেই সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। সভায় উপস্থিত একাধিক বক্তাদের মুখ হতে জমিয়তের সদস্যপদ সংগ্রহের গুরুত্ব ও তার কার্যকারিতার কথা উঠে আসে। সেই সঙ্গে তাঁরা প্রতিটি জমিয়ত সদস্যকে দেশ ও জাতির স্বার্থে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাবার পরামর্শ দেন।

সভায় উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুফতী নাজমুল হক, মাওলানা মুহাম্মাদ হাজিবুদ্দীন খান, মাওলানা নূর আলম, মাওলানা শাওকাত, মুফতী মাহমুদুল হাসান প্রমুখ। মুফতী মুহাম্মাদ মুয়ীদ কাসেমীর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার সূচনা হয় এবং সভার সভাপতি হাফেয ইয়াকুব ফরিদীর দোয়ার মাধ্যমে এদিনের সভার সমাপ্তি ঘটে।

কারবালা মাঠে মহরম নিয়ে বৈঠকে এএসপি

নকীব উদ্দিন গাজী ● ডা.হারবার

আপনজন: মহরম শান্তি-শৃংখলার বজায় রাখতে কামারপুল অঞ্চলের মোহনপুরে কারবলা মাঠে রবিবার দিন মহরম কমিটিদেরকে নিয়ে বৈঠক করলেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এডিশনাল এসপি (জোনাল)মিথেন কুমার দে। শান্তি শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে মহরম উদযাপন করা যায় সেই কারণেই এই মিটিং বলে জানা যায় পুলিশ সূত্রে। এই মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার বিধায়ক পান্নালাল হালদার ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি ও পারুল কোস্টাল থানার ওসি সহ ডায়মন্ড হারবার এক নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গৌতম অধিকারী ডায়মন হারবার ২ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার পর্যবেক্ষক শামীম আহমেদ জেলা পরিষদের সদস্য মনমোহিনী বিশ্বাস প্রমুখ।

২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে তৃণমূলের বৈঠক

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: একুশে জুলাই তৃণমূলের শহীদ দিবস। সেটা অনুষ্ঠিত হবে কলকাতার ধর্মতলায়। তারিই প্রস্তুতি নিয়ে রবিবার বিকেলে নলহাটি দুই নম্বর ব্লক তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো নওয়াপাড়া অঞ্চলের নাকপুড় চেকপোষ্ট মোড়ে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন নলহাটি ২নং ব্লক তৃণমূলের ৫ জনের কোর কমিটির আহ্ববায়ক রেজাউল হক,কমিটির সম্পাদক আবু জাহের রানা, নওয়াপাড়া পঞ্চায়েত প্রধান রিপন সেখ, নলহাটি ২ নং ব্লক তৃণমূলের সভানেত্রী তথা ব্লকের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ চান্দ্রানী দত্ত জেলা পরিষদের সাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ নাগর চন্দ্র কোনায় সহ স্থানীয় নেতৃত্বরা। কিন্তু একুশে জুলায়ের প্রস্তুতি নিয়ে শহীদ দিবস উপলক্ষে কলকাতার ধর্মতলায় যে এত বড় আয়োজন। তার জন্য রাজ্যের প্রতিটি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে যে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সেই শহীদ দিবসের কি গুরুত্ব? কি ঘটেছিল সেদিন। তখন ১৯৯৩ সাল। সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম হয়নি। তখন রাজ্যে যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে তখন ক্ষমতায় বামফ্রন্ট সরকার। সেই সময় নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে সচিত্র ভোটার কার্ডের দাবিতে আন্দোলনে নামেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই দাবি নিয়ে মহাকরনের ডাক দেয় যুব কংগ্রেস। সকাল দশটা থেকে জামায়েত শুরু হয়। রাস্তায় নামেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে যুব কংগ্রেসের মহাকরণ অভিযানকে আটকাতে পথে নামে পুলিশ।

হাওড়ায় স্বাস্থ্য বীমার নামে প্রতারণা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: স্বাস্থ্য বীমা কভারেজ এর নাম করে লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ!অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করলো হাওড়া সিটি পুলিশের সাইবার ক্রাইম থানা।প্রসঙ্গত, সম্প্রতি লাগামছাড়া হয়ে উঠেছে সাইবার প্রতারণা।চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ তারিখে মানস কুমার দাস নামে হাওড়া নিবাসী জনৈক ভদ্রলোক হাওড়া সিটি পুলিশের সাইবার থানায় লিখিত অভিযোগ জানান যে, মেডিকেল পলিসি পেমেন্ট ডিউ-এর একটি মেল আসার কদিন পরেই অজানা নম্বর থেকে মানসবাবুকে ফোনে যোগাযোগ করে বলা হয় আর কিছু টাকা দিলে পূর্বে দেওয়া সব টাকা ফেরত পাবেন। এইভাবে প্রতারক মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে ধাপে ধাপে মানস বাবুর থেকে মোট ৩৩ লক্ষ ৩ হাজার ৭৮৬ টাকা আত্মসাৎ করে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে হাওড়া সিটি পুলিশের সাইবার থানা তদন্তে নামে এবং বিভিন্ন টেকনিক্যাল ইনপুট এবং সরকারি পোর্টাল কে কাজে লাগিয়ে দ্রুত তৎপরতার সঙ্গে বিধাননগরের সাপুর্জী হাউজিং কমপ্লেক্স থেকে দুই প্রতারককে গ্রেফতার করে।শনিবার ধৃতদের হাওড়ার আদালতে তোলা হলে বিচারক ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।পুলিশ সূত্রের খবর,

প্রতারকদের থেকে উদ্ধার হয়- বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ১৩ টি ডেবিট কার্ড,৩৮ টি সিম কার্ড, ৫ টি মোবাইল ফোন,নগদ ৩ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা।এমনকি দুইটি চারচাকা গাড়ি এছাড়াও ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত কাগজপত্র।

কলেজে ভর্তির পোর্টাল ঠিক করার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: নিট বাতিলের দাবি ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি সহ রাজ্যের কলেজ গুলিতে ভর্তি কেন্দ্রীয় অ্যাডমিশন পোর্টালের সমস্ত অব্যবস্থা কাটানোর দাবিতে আজ আরএসপির ছাত্র সংগঠন পিএসইউ এর কর্মীরা বহরমপুর ঋত্বিক সদনের সামনে থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা পুড়িয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান দেয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে পিএসইউ এর সাধারণ সম্পাদক নওফেল মহা: সফিউল্লা, রাজ্য সভাপতি হাবিবুর রহমান ও জেলা সম্পাদক রুবেল সেখ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

গঙ্গায় স্নানে নেমে চার বন্ধু তলিয়ে গেল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রঘুনাথগঞ্জ

আপনজন: গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেলো চার বন্ধু। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় দুইজনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হলেও ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে একজনের। এখনও গঙ্গার জলে নিখোঁজ রয়েছে আরও একজন। রবিবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার লালখাঁনদিয়ার গঙ্গা ঘাটে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম আজিত শেখ (৯)। তার বাড়ি রঘুনাথগঞ্জ থানার লালখাঁনদিয়ারে। তলিয়ে থাকা শিশুটির নাম জানা সম্ভব হয়নি। স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার সকালে বাড়ির পাশে থাকা গঙ্গায় একসঙ্গে স্নান করতে নামে চার বন্ধু। কিন্তু অসাবধানতাবশত ভরা গঙ্গায় মুহূর্তেই তলিয়ে যায় তারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসতেই তড়িঘড়ি তাদের উদ্ধারের চেষ্টা চালানো হয়। তিনজনকে কোনোরকমে উদ্ধার করা হলেও গভীর জলে তলিয়ে যায় আরেক বন্ধু। তড়িঘড়ি তাদের জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে আজিত সেখের মৃত্যু হয়। বাকি দুই বন্ধুর চিকিৎসা চলছে। পাশাপাশি আরেক তলিয়ে যাওয়ায় বন্ধুর সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়েছে। পৌঁছেছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। ডুবুরি নিয়ে যাওয়া হয়েছে ।

নবগ্রামে যুব তৃণমূলে যোগদান কর্মসূচি ও একুশের প্রস্তুতি সভা

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: জঙ্গিপুর সংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কামাল হোসেনের উদ্যোগে একুশে জুলাই এর প্রস্তুতি ও তৃণমূলের যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হল নবগ্রামে।

আর কয়েকটা দিন তারপরে কলকাতায় বুকে ধর্মতলায় অনুষ্ঠিত হবে তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ স্মরণে ২১ শে জুলাই। তারই প্রস্তুতি সভা শুরু হয়েছে সারা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে।

রবিবার বৈকালে নবগ্রামের সুভাষ ভবনে জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে ও নবগ্রাম ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো একুশে জুলাই প্রস্তুতি সভা। সভায় কর্মীদের উপস্থিতি ছিল নজর কারা। এদিনের সভার অন্যতম আকর্ষণ ছিল যোগদান, জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কামাল হোসেনের হাত ধরে নবগ্রামের কীরিটেশ্বরী অঞ্চলের যুব কংগ্রেস সভাপতি সহ সর্বমোট ৫৩ জন কংগ্রেস কর্মীরা যোগদান করলেন তৃণমূল পরিবারে।

উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কামাল হোসেন,জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপলাল মন্ডল, রাজু রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যগন,বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধান গণ,যুব নেতা হাবিব সেখ,হেদায়েতুল্লা সেখ,সাদ রহমান সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

বামনগাছিতে তৃণমূলের রক্তদান শিবির

বাবলু প্রামানিক ● বামনগাছি

আপনজন: রাজ্য তথা জেলা জুড়ে যখন রক্তের সংকট তখন রক্তদান শিবির করলেন মির্জাপুর ও বামনগাছি ১৭-১৮ নম্বর বুথ তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালিত নেতৃত্বরা। স্থানীয় চিকিৎসালয়ে থ্যালাসেমিয়া ও দুর্ঘটনা কবলে যে সমস্ত রোগীর পরিবার-পরিজনেরা শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছে। এক ফোটা রক্তের জন্য এবং মৃত্যুর কবলে ঘনিয়ে পড়ছেন।তাই এবার থ্যালাসেমিয়া ও মরণাপন্ন রোগীদের জীবন বাঁচাতে রক্ত দান শিবিরের আয়োজন করে মির্জাপুরের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী বৃন্দ, মূলত বিলাস হালদারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এমন মহান কাজে এগিয়ে এলো তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী বৃন্দ,মির্জাপুর বামনগাছী ১৭ ও ১৮ নং বুথ তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালনায় বারুইপুর সুপার স্পেশালিস্ট হসপিটালের সহযোগিতায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় রবিবার,জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করে রক্ত দান শিবিরের আয়োজন করা হয়,এই রক্ত দান শিবিরে বহু রক্ত দাতা রক্ত দান করেন।

মুর্শিদাবাদ বেতার শ্রোতা পরিবারের বৃক্ষরোপণ

উম্মার সেখ ● কান্দি

আপনজন: রেডিও শ্রোতা সংগঠন মুর্শিদাবাদ বেতার শ্রোতা পরিবারের আয়োজনে রবিবার ১৪ জুলাই কান্দির হাজারপুর নবগ্রাম এ অরণ্য সপ্তাহ ও বনমহোৎসব উপলক্ষে পালিত হল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও স্থানীয় নবগ্রাম সাধারণ পাঠাগারে পরিবেশ সচেতনতা ও রেডিও র প্রচার প্রসার মূলক আলোচনা সভা ও বেতার বিষয়ক প্রদর্শনী।

জেলার বিভিন্ন প্রান্তের বেতার শ্রোতা ও ও এলাকার স্থানীয় মানুষজন মিলিত হয়ে এলাকার বিভিন্ন জায়গায় যেমন পার্ক, স্কুল, রাস্তার ধারে, স্থানীয় মানুষজনের জায়গায় বিভিন্ন ধরনের গাছ যেমন আম, জাম, লেবু ,কাঁঠাল মেহগিনি, আকাশমনি, সেগুন, অর্জুন, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, দেবদারু ইত্যাদি ১০০ টি চারাগাছ রোপন করা হয়। সংস্থার দুজন শ্রোতাবন্ধু বিশ্বনাথ মন্ডল ও মানসী বড়াল তাদের পিতা-মাতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে দুটি করে বৃক্ষরোপন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজকর্মী ও প্রাক্তন শিশু বিজ্ঞানী রামচন্দ্র দত্ত যিনি বেশ কিছু গাছ দান করেন পাশাপাশি বর্তমান পরিবেশে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব নানান কার্যকরী দিক নিয়ে আলোকপাত করেন। সমাজকর্মী মতিউর রহমান বৃক্ষরোপনের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের নানান সমস্যা হলে সাহায্যের কথা জানান।

২০২৪ কোপা আমেরিকা

সুয়ারেজ-বীরত্বের পর টাইব্রেকারে জিতে তৃতীয় উরুগুয়ে

আপনজন ডেস্ক: উরুগুয়ে ২ (৪) : ২ (৩) কানাডা
কানাডার ইতিহাস গড়া কোপা আমেরিকা আরও রঙিনভাবে শেষ হওয়ার সব আয়োজনই তখন যেন সম্পন্ন। অপেক্ষা ছিল শুধু শেষ বাঁশি বাজার। কিন্তু হারার আগে যেন হার মানতে চাইলেন না উরুগুয়ের ইতিহাসের সেরা ফুটবলারদের একজন লুইস সুয়ারেজ।
যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে জোসে মারিয়া হিমেনেজের দেওয়া পাসে বল জালে জড়িয়ে ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা ম্যাচে আনলেন ২-২ গোলের সমতা। প্রায় হারতে বসা ম্যাচকে এই গোলে সুয়ারেজ নিয়ে গেলেন টাইব্রেকারে। ভাগ্য পরীক্ষার সেই লড়াইয়ে কানাডার ইসমাইল কোনে ও আলফোনসো ডেভিস পেনাল্টি মিস করলেও উরুগুয়ে সবগুলো শটই জালে জড়িয়েছে।
যেখানে শেষ শটটি নিয়েছেন সুয়ারেজই। আর কানাডার বিপক্ষে উরুগুয়ে জিতেছে ৪-৩ গোলে। এ জয়ে তৃতীয় হয়েই কোপা আমেরিকা অভিযান শেষ করল মার্সেলো বিয়েলসার দল।
নর্থ ক্যারোলিনার ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়ামে শুরুটা ভালোই ছিল উরুগুয়ের। ম্যাচের ৮ মিনিটেই রদ্রিগো বেনতাঙ্কুরের গোলে এগিয়ে যায় তারা। শুরুতে পিছিয়ে গেলেও ম্যাচে ফিরতে মরিয়া ছিল কানাডা।
বল দখল, আক্রমণ কিংবা সুযোগ তৈরিতে উরুগুয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলেছে তারা। হারানোর তেমন কিছু না থাকায় দুই দলই এদিন আক্রমণাত্মক খেলার চেষ্টার করেছে এবং সুযোগ তৈরি করেছে। এর মধ্যে ম্যাচের ২২ মিনিটে ইসমাইল কোনের অসাধারণ এক গোলে ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে আনে কানাডা।
এরপর আক্রমণ আর প্রতি-আক্রমণে দুই দলই চেষ্টা করেছে এগিয়ে যাওয়ার। ম্যাচের ৮০ মিনিট পর্যন্ত অবশ্য গোল পায়নি কোনো দলই। অবশেষে ৮০ মিনিটে জোনাথন ডেভিডের গোল ইতিহাস গড়ার স্বপ্ন দেখায় কানাডাকে। কিন্তু সুয়ারেজের গোলে উড়ে যায় সেই স্বপ্ন।

জিম্বাবুয়েকে আর সুযোগ দিল না ভারত

আপনজন ডেস্ক: প্রথম ম্যাচে অঘটনের পর জিম্বাবুয়েকে আর সুযোগ দেয়নি ভারত। হারারেতে সিরিজের পরের চার ম্যাচের সব কটিতে জিতে ৪-১-এ সিরিজ জিতে নিল ভারত। আজ হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচে টি-টোয়েন্টির বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের ৬ উইকেটে ১৬৭ রানের জবাবে জিম্বাবুয়ে ১৮.৩ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে করতে পেরেছে ১২৫ রান। শেষ পর্যন্ত ৪২ রানের জয় পেয়েছে ভারত। আগের ম্যাচে জিম্বাবুয়ের দুই ওপেনার ওয়েসলি মাধেভেরে ও তাদিওয়ানাশি মারুমানি গড়েন ৫২ বলে ৬৩ রানের জুটি। আজ রান তাড়ায়ও দুজনের কাছে এমন কিছুরই আশা ছিল জিম্বাবুয়ের। কিন্তু মুকেশ কুমারের বলে মাধেভেরে ০ রানে আউট হলে তা আর হয়নি। তিনে নামা ব্রায়ান ব্যানেট ২ বাউন্ডারিতে ৮ বলে ১০ রানে আউট হলে ম্যাচ থেকেই ছিটকে পড়ে স্বাগতিকেরা। মাঝের ওভারে টিকে থাকার চেষ্টা করেন মারুমানি ও ডিওন মায়ার্স। মারুমানি ২৭ রান করেন ২৪ বলে, মায়ার্সের ৩৪ রান এসেছে ৩২ বলে। জিম্বাবুয়ের দুই ফিনিশার সিকান্দার রাজা (৮) ও জনাথন ক্যাম্পবেলও (৪) কিছু করতে পারেননি। অলরাউন্ডার ফারাজ আকরাম শেষের দিকে ১৩ বলে ২টি চার ও ২টি ছক্কায় ২৭ রানের ইনিংস খেলে জিম্বাবুয়ের পরাজয়ের ব্যবধান কমিয়েছেন। ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ৪ উইকেট

টি-টোয়েন্টি সিরিজ

নিয়েছেন পেসার মুকেশ।
সিরিজজুড়ে ভারতের ব্যাটিং ছিল টপ অর্ডারনির্ভর। এক দিন অভিষেক শর্মা, আরেক দিন যশস্বী জয়সোয়াল। দুজনের কেউ না হলে অধিনায়ক শুভমান গিল।
জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথমটিতে হারের পর টানা তিন ম্যাচে ভারত দাপট দেখিয়ে জিতেছে এই তিন টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানের সৌজন্যে। শেষ ম্যাচে তা হয়নি। পাওয়ারপ্লের পঞ্চম ওভারের মধ্যে ৪০ রান তুলে আউট জয়সোয়াল, অভিষেক ও গিল। তবে টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানরা ব্যর্থ হলেও জ্বলে উঠেছেন সঞ্জু স্যামসন ও রিয়ান পরাগ। দুজন মিলে ৬৫ রানের জুটি গড়ে প্রাথমিক বিপদ সামলে ফেলেন। লেগ স্পিনার ব্রেন্ডন মাভুতা ১৫তম ওভারে এসে পরাগকে ফেরালে ভাঙে দুজনের জুটি। পরাগের ব্যাট থেকে আসে ২৪ বলে ২২ রানের ইনিংস, ভারতের রান তখন ১৪.২ ওভারে ১০৫। স্যামসন ৪৫ বলে ৫৮ রানের ইনিংস খেলে ভারতের রানটাকে ১৩৫-এ নিয়ে যান। স্যামসনের ১২৮ স্ট্রাইক রেটের ইনিংসে ছিল ১টি চার ও ৪টি ছক্কা। শেষ দিকে শিবাম দুবের ১২ বলে ২টি চার ও ২টি ছক্কায় ২৬ রানের ক্যামিও ভারতকে দেড় শর ওপারে নিয়ে যায়। ১৯ রানে ২ উইকেট নেওয়া ব্লেসিন মুজারাবানি ছিলেন জিম্বাবুয়ের সেরা বোলার।

সংক্ষিপ্ত স্কোর
ভারত: ২০ ওভারে ১৬৭/৬
(স্যামসন ৫৮, দুবে ২৬, পরাগ ২২; মুজারাবানি ২/১৯, এনগারাভা ১/২৯, রাজা ১/৩৭)।
জিম্বাবুয়ে: ১৮.৩ ওভারে ১২৫ অলআউট
(মায়ার্স ৩৪, আকরাম ২৭, মারুমানি ২৭; মুকেশ ৪/২২, দুবে ২/২৫, সুন্দর ১/৭)
ফল: ভারত ৪২ রানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: শিবম দুবে।
ম্যান অব দ্য সিরিজ: ওয়াশিংটন সুন্দর।
সিরিজ: ভারত ৪-১ ব্যবধানে জয়ী।

এবারও ‘২৫’ হলো না জোকোভিচের, আবারও রাজা আলকারাজ

আপনজন ডেস্ক: এবারও হলো না। আরেকবার ‘২৫’ ছুঁতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন নোভাক জোকোভিচ। অল ইংল্যান্ড ক্লাবে আজ উইম্বলডনের ফাইনালে কার্লোস আলকারাজের কাছে সরাসরি সেটে হেরেছেন জোকোভিচ। তাতে নারী-পুরুষ মিলিয়ে গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের রেকর্ডে মার্গারেট কোর্টকে ছাড়িয়ে রেকর্ডটা এককভাবে নিজের করে নিতে পারলেন না সার্বিয়ান তারকা।
জোকোভিচের ব্যর্থতায় টানা দ্বিতীয়বার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হলেন টেনিসের ভবিষ্যৎ কার্লোস আলকারাজ। এবারের ফাইনালটা আলকারাজ জিতলেন ৬-২, ৬-২, ৭-৬ (৭/৪) গেমে, মাত্র ২ ঘণ্টা ২৭ মিনিট খেলেই। আর তাতে চতুর্থ গ্র্যান্ড স্লামের দেখা পেয়ে গেলেন এই স্প্যানিশ তরুণ। অথচ গতবার কী মহাকাব্যিক এক ফাইনালই না হয়েছিল। ৪ ঘণ্টা ৪২

উইম্বলডন

মিনিটের লড়াই শেষে ১-৬, ৭-৬ (৮/৬), ৬-১, ৩-৬, ৬-৪ গেমে জিতেছিলেন আলকারাজ। তাতেই এক বছরে জোকোভিচের সবকটি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের অভিযানে ছেদ পড়েছিল।
২০২৩ সালে উইম্বলডন ছাড়া অন্য তিনটি গ্র্যান্ড স্লামই জিতেছিলেন জোকোভিচ। সেই জোকোভিচ এ বছর দেখছেন মুদ্রার উল্টোপিঠ। তাতে অবশ্য তাঁর হাঁটুর ভালোই অবদান (!) আছে।
বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনাল থেকে বাদ পড়া জোকোভিচ ফ্রেঞ্চ ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন হাঁটুর চোটের কারণে। এরপর অস্ত্রোপচার করানোর মাস না যেতেই নেমে পড়েন উইম্বলডনের শিরোপা পুনরুদ্ধারে।
কিন্তু শেষ পর্যন্ত জোকোভিচের ৩৭ বছর বয়সী চোটে জর্জর শরীর কুলিয়ে উঠতে পারল না আলকারাজের ২১ বছর বয়সী সতেজতার কাছে। প্রথম দুই সেটে সহজেই হার মানার পর জোকোভিচ ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তৃতীয় সেটে। সেই গেমে ৫-৪ গেমে পিছিয়ে পড়ার পর জোকোভিচ উল্টো এগিয়ে গিয়েছিলেন ৬-৫ গেমে। কিন্তু পরের গেমটিতে জোকোভিচকে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই গড়তে দেননি আলকারাজ, আলকারাজ গেমটি জেতেন ৫০-০ পয়েন্টে। এরপর টাইব্রেকার, আর তাতে জিতে আবারও উইম্বলডনের রাজা আলকারাজ।

ইউরো ফাইনালে ৪০০০ পুলিশ

আপনজন ডেস্ক: জার্মানির মিউনিখে ঠিক এক মাস আগে গত ১৪ জুন শুরু হয়েছিল ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। আজ স্পেন-ইংল্যান্ড ফাইনালের মধ্য দিয়ে সেই আসরের সমাপ্তি ঘটবে। স্বাগতিক জার্মানি এই ফুটবল আসরকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেনি। আজ ফাইনাল হবে রাজধানী বার্লিনে অলিম্পিক স্টেডিয়ামে। খেলা শুরু হবে স্থানীয় সময় রাত নয়টায় আর বাংলাদেশ সময় রাত একটায়। স্থানীয় সময় দুপুর থেকেই জার্মান সেনাবাহিনীর বিশেষ টিম বার্লিন পুলিশের সঙ্গে পুরো স্টেডিয়ামে নিরাপত্তা তল্লাশি চালিয়েছে। এ কাজে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরও ব্যবহার করা হয়েছে। স্টেডিয়ামসংলগ্ন এলাকা ও শহরজুড়ে চার হাজার পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আজকের ফাইনাল ম্যাচটি প্রায় ৭১ হাজার দর্শক বার্লিনের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখবেন। সাপ্তাহিক ছুটির দিন রোববারে ইতিমধ্যেই বার্লিনের কেন্দ্রস্থলে স্পেন ও ইংল্যান্ডের হাজার হাজার সমর্থক নেচেগেয়ে আনন্দমুখর আবহ তৈরি করেছেন। বার্লিনের টাগেস স্পিগেল পত্রিকা জানিয়েছে, আজ সকালে বার্লিনে প্রায় ৫০ হাজার ইংলিশ সমর্থক হাজির হয়েছেন।

কোপা আমেরিকায় মারামারি: নুনিয়েজদের পক্ষে কথা বললেন স্কালোনি-মার্তিনেজ

আপনজন ডেস্ক: ঘটনা সেমিফাইনালের। কিন্তু তার রেশ এখনো রয়ে গেছে। কোপা আমেরিকার সেই সেমিফাইনালে কলম্বিয়ার কাছে ১-০ গোলে হেরেছিল উরুগুয়ে। ম্যাচ শেষে গ্যালারিতে কিছু কলম্বিয়ান সমর্থকদের রোষানলে পড়েছিল উরুগুয়ের কয়েকজন খেলোয়াড়ের পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের রক্ষা করতে সেখানে গিয়ে মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন উরুগুয়ের দারউইন নুনিয়েজসহ আরও কয়েকজন। সেমিফাইনাল শেষ হয়েছে, আজ হয়ে গেছে তৃতীয়স্থান নির্ধারণী ম্যাচও। সেই ম্যাচে কানাডাকে টাইব্রেকারে হারিয়ে উরুগুয়ে তৃতীয় হয়ে কোপা আমেরিকা শেষ করেছে। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল সকাল ৬টায় ফাইনালে খেলবে আর্জেন্টিনা ও কলম্বিয়া। কিন্তু ফাইনাল ম্যাচের সংবাদ সম্মেলনেও ঘুরেফিরে এসেছে উরুগুয়ে-কলম্বিয়া ম্যাচ শেষের সেই মারামারি। বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে হয়েছে আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি ও গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজকেও।
উরুগুয়ের খেলোয়াড়দের মারামারিতে জড়িয়ে পড়া নিয়ে তদন্ত করছে কনমেবল। শোনা যাচ্ছে, এর কারণে শাস্তি পেতে পারে উরুগুয়ে দল আর দলটির কয়েকজন খেলোয়াড়। এই শাস্তির বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে উরুগুয়ের কোচ মার্সেলো বিয়েলসা তো কনমেবলকেই ধুয়ে দিয়েছেন। কানাডার কোচ জেসে মার্শও কোপা আমেরিকার আয়োজকদের সমালোচনা করেছেন। এবার উরুগুয়ের খেলোয়াড়দের পক্ষে কথা বলেছেন আর্জেন্টিনা দলের স্কালোনি ও মার্তিনেজ।
আর্জেন্টিনা কোচ এ বিষয়ে বলেছেন, ‘(উরুগুয়ে-কলম্বিয়া ম্যাচের) দৃশ্যগুলো খুব দুঃখজনক ছিল। আমার মনে হয়, (উরুগুয়ের খেলোয়াড়েরা যা করেছে) এ রকম মুহূর্তে যে কেউই একই কাজ করবে।’ স্কালোনি এরপর গত বছরের নভেম্বরে ব্রাজিলের মারাকানা স্টেডিয়ামে নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন, ‘আমাদের পরিবারের সদস্যদের যখন মারাকানার গ্যালারিতে এমনই পরিস্থিতিতে দেখেছিলাম, আমাদেরও একই ঘটনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। আমরা তাদের (স্বজনদের) ড্রেসিংরুমে নিয়ে যাই। খুব বাজে দৃশ্য ছিল সেগুলো। পরিবারের সদস্যদের এমন বিপর্যয়ের মধ্যে দেখার পর কাউকে দোষ দেব কি না, বুঝতে পারছি না। তবে এ ক্ষেত্রে যে কেউই মরিয়া হয়ে উঠবে।’ স্কালোনি এরপর যোগ করেন, ‘আমাদের এটা বিবেচনা করতে হবে। কারণ, আমরা বলি খেলোয়াড়েরাই মূল আকর্ষণ। আমরা বলি যে তারাই আদর্শ হবে। কিন্তু যখন এমনটা ঘটে, আমি জানি না, অনেকেই হয়তো ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে। আমি মনে করি, খেলোয়াড়েরা যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, যেকোনো সাধারণ ও স্বাভাবিক মানুষই সেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে।’

মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড

▶ *প্রথম পাতার পর*

ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে বলা হয়, ওয়াকফ সম্পত্তি হচ্ছে মুসলমানদের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিশেষ দাতব্য উদ্দেশ্যে সৃষ্ট একটি উত্তরাধিকার এবং মুসলমানরা হচ্ছে এর রক্ষক ও প্রশাসক, সুতরাং একমাত্র তারাই এর একমাত্র সুবিধাভোগী হওয়ার অধিকারী হবে। তবে অনেক ওয়াকফ সম্পত্তি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অবৈধভাবে দখল করা হয়েছে এবং সমস্ত অবৈধ দখলদারদের বাজার মূল্য এবং এর দ্বারা উৎপন্ন রাজস্ব অনুসারে খাজনা প্রদানের দাবি জানিয়েছে, ওয়াকফের উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্য অনুসারে ব্যয় করা হয়েছে এবং এর ফলে ভারতীয় মুসলিম নাগরিকদের আর্থিকভাবে শক্তিশালী করা হয়েছে, যাদের পূর্বপুরুষরা এই মহৎ উদ্দেশ্যে এই জাতীয় সম্পত্তি দান করেছিলেন। বোর্ড বলেছে, ওয়াকফ সম্পত্তির একমাত্র জিম্মাদার আল্লাহ এবং এমনকি মুসলমানরাও তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী এটি ব্যবহার করতে পারে না, সুতরাং তাদের উপরও প্রতিটি ওয়াকফ সম্পত্তির পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করা বাধ্যতামূলক নয় যা শরিয়া আইন অনুসারে এবং এমনকি দেশের আইনও এটি অনুমোদন করে। বোর্ড পর্যবেক্ষণ করেছে ওয়াকফ আইনগুলি স্বাধীনতার আগের, তবে বেশ কয়েকটি সংশোধনী পাস করা হয়েছিল এবং সর্বশেষ সংশোধনীটি ২০১৩ সালে পাস করা হয়েছিল। বোর্ড দাবি করে সেগুলি অক্ষরে অক্ষরে প্রয়োগ করা হোক এবং ওয়াকফ বোর্ডকে তার দায়িত্ব কার্যকর করার এবং তার দখলকৃত সম্পত্তি মুক্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। বোর্ড ওয়াকফ আইনকে দুর্বল বা নির্মূল করার জন্য সরকারের যে কোনও প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করে। বোর্ড মুসলিম সম্প্রদায়কে এগুলির অপব্যবহার থেকে বিরত থাকতে এবং তাদের সুরক্ষার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেয়। বোর্ড জোর দিয়েছিল যে মুসলমান সহ সমস্ত ধর্মীয় সত্তার অনুদান দেশে আইনত সুরক্ষিত হওয়া উচিত।
পিটিয়ে হত্যা প্রসঙ্গে বোর্ড বলেছে, সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ইঙ্গিত দেয় যে, দেশের জনগণ ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভিত্তিতে এজেন্ডার প্রতি তাদের গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, গণপিটুনির উন্মাদনা এখনই শেষ হবে। বঞ্চিত ও প্রান্তিক মুসলমান এবং ভারতের নিম্নবর্ণের নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদানে সরকার তার দায়িত্ব পালনে প্রতিনিয়ত ব্যর্থ হচ্ছে। বোর্ড বিশ্বাস করে যে যদি দেশে আইনের শাসন অব্যাহত থাকে তবে দেশ অরাজকতার মুখোমুখি হবে যার ফলে নাগরিকদের জীবন এবং সম্পত্তির ক্ষতি হতে পারে এবং তাই ভারতের খ্যাতি কলঙ্কিত হবে।
উপাসনাস্থল পুনঃস্থাপন আইন নিয়ে বলা হয়। জ্ঞানবাপী মসজিদ এবং মথুরার শাহী ঈদগাহ সম্পর্কিত নতুন বিরোধগুলি নিম্ন আদালতগুলি কীভাবে গ্রহণ করছে তা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। বোর্ড পর্যবেক্ষণ করেছে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট বাবরি মসজিদ সম্পর্কে তার রায় ঘোষণার সময় স্পষ্টভাবে বলেছে যে “উপাসনাস্থল আইন, ১৯৯১” এখন এই জাতীয় সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত তারা নিজেদের নীতিগত অবস্থান থেকে সরে এসেছে এবং এখন মথুরা ও কাশী মামলায় মুসলিম পক্ষকে আপিল করতেও দিচ্ছে না। বোর্ড আশা করে যে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট সমস্ত নতুন বিরোধের অবসান ঘটাবে এবং আইনের শাসন বজায় রাখবে তা নিশ্চিত করবে। বোর্ড পর্যবেক্ষণ করেছে যে এনডিএমসি ট্র্যাফিক সমস্যাকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করে দিল্লির সুনেহরি মসজিদ ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছিল। যদিও আদালত হস্তক্ষেপ করেছিল এবং বিষয়টি স্থগিত করেছিল। তবে বোর্ড সুনেহরি মসজিদ এবং লুটিয়েন জোনের আরও ছয়টি মসজিদের বিষয়ে সতর্কতা প্রকাশ করে যা সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত এবং সেগুলি লক্ষ্যবস্তু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বোর্ড পর্যবেক্ষণ করেছে এই সমস্ত মসজিদগুলি ১২৩টি ওয়াকফ সম্পত্তির অধীনে সুরক্ষিত, যা দিল্লি হাইকোর্ট দ্বারা স্থগিত করা হয়েছে। একইভাবে সুনেহরি মসজিদ এবং অন্যান্য মসজিদগুলি ঐতিহ্যবাহী ভবন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তাই যে কোনও হস্তক্ষেপ আমাদের দেশের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে পরিবর্তন ও বিঘ্নিত করবে।
ফিলিস্তিন প্রসঙ্গে বলা হয়, ফিলিস্তিন সংকট একটি মানবিক সমস্যা হিসেবে ইসরাইল ফিলিস্তিনের নাগরিকদের অবৈধভাবে দখল ও বাস্তুচ্যুত করে রাষ্ট্রহীন করেছে। এটি নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করেছে এবং নিরপরাধ ফিলিস্তিনিদের উপর গণহত্যা ও বর্বরোচিত সহিংসতার ক্রমাগত প্রচার করছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর দুজনের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত বলে যে দাবি করা হয়েছে তা একেবারেই হাস্যকর, বাস্তবতা হলো ১৯৬৭ সালের জুন মাসে ইসরায়েল বিনা উস্কানিতে পশ্চিম তীর, গাজা ও মসজিদ-ই-আকসা দখল করে নেয়। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ বেশ কয়েকবার ইসরাইলকে অবৈধভাবে দখলকৃত ফিলিস্তিনি ভূমি খালি করার পরামর্শ দিয়েছে, কিন্তু আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অযৌক্তিক সমর্থন ইসরাইলকে জাতিসংঘের যে কোন আদেশ অমান্য করে দায়মুক্তির সাথে কাজ করতে উৎসাহিত করেছে। বোর্ড ইসরায়েল এবং অন্যান্য সমস্ত দেশের মধ্যে অপবিত্র আঁতাতের তীব্র নিন্দা করেছে যারা অন্ধভাবে সমর্থন করে এবং সমস্ত মুসলিম দেশের নিষ্ক্রিয়তার নিন্দা জানায় যারা কাপুরুষতা প্রদর্শন করে ও ইসরায়েলকে থামানোর কোনও চেষ্টা করেনি। বোর্ড দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করেছে যে ভারত সরকারের তার নীতিগত অবস্থান অব্যাহত রাখা উচিত কারণ প্যালেস্টাইন যুদ্ধ ফিলিস্তিনি জনগণের স্বাধীনতার জন্য একটি ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম। বোর্ড তার ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ফিলিস্তিনের জনগণের সাথে সংহতি প্রকাশ করে ও অনুকরণীয় সাহস, দৃঢ়তা এবং প্রতিশ্রুতি প্রদর্শনের জন্য ফিলিস্তিনের পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের অভিবাদন জানায়। বোর্ড মুসলিম বিশ্বকে ফিলিস্তিনের জনগণের জন্য সত্যিকারের উদ্বেগ প্রদর্শনের জন্য আবেদন করছে যা বিশ্বাসীদের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা। এদিন বোর্ডের সভাপতি হযরত মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুর রহিম মুজাদ্দীদী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। উপস্থিত ছিলেন, মাওলানা সৈয়দ আরশাদ মাদানি, মাওলানা সৈয়দ মাহমুদ আসাদ মাদানী, আসাদউদ্দিন ওয়াইসি, ডাঃ এস কিউ আর ইলিয়াস, প্রফেসর মনিসা বুশরা আবিদি, আতিয়া সিদ্দিকা প্রমুখ।

কপিলের ডাকে ক্যানসার-আক্রান্ত ১ কোটি টাকা গায়কোয়াড়কে দিচ্ছে বিসিসিআই

আপনজন ডেস্ক: ক্যানসার আক্রান্ত সাবেক ভারত ব্যাটসম্যান অংশুমান গায়কোয়াড়ের চিকিৎসা সহায়তায় ১ কোটি টাকা (প্রায় ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা) দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড।
কপিল দেব ও সন্দীপ পাতিল সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানোর পর এমন ঘোষণা দিল বিসিসিআই। ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত সাবেক ব্যাটসম্যান ও কোচ গায়কোয়াড়ের চিকিৎসা চলছে লন্ডনে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৭ সালের মধ্যে ভারতের হয়ে ৪০টি টেস্ট ও ১৫টি ওয়ানডে খেলা ৭১ বছর বয়সী পরবর্তী সময়ে ভারত জাতীয় দলের নির্বাচক ও কোচও হয়েছিলেন।
গায়কোয়াড়কে সহায়তা করার ঘোষণা দিয়ে বিসিসিআইয়ের অ্যাপেক্স কাউন্সিল এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘জয় শাহ বিসিসিআইকে অবিলম্বে ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করা অংশুমান গায়কোয়াড়ের আর্থিক সহায়তায় ১ কোটি টাকা দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন।’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘গায়কোয়াড়ের পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানতে তাঁর পরিবারের সঙ্গে শাহ কথা বলেছেন এবং সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।
এই সংকটাপূর্ণ মুহূর্তে বোর্ড গায়কোয়াড়ের পরিবারের সঙ্গে আছে। গায়কোয়াড়ের দ্রুত সেরে উঠতে প্রয়োজনীয় সবকিছুই করা হবে। গায়কোয়াড়ের উন্নতি বিসিসিআই পর্যবেক্ষণ করবে এবং তিনি এ পরিস্থিতি থেকে ভালোভাবে বেরিয়ে আসবেন বলে আত্মবিশ্বাসী।’

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**